সারসংক্ষেপ

কোভিড-১৯ পরবর্তী শিক্ষা
পুনরুদ্ধার ও আগামীর ভাবনা

www.campebd.org

প্রকাশনায়
গণসাক্ষরতা অভিযান

এডুকেশন ওয়াচ ২০২১

কোভিড-১৯ পরবর্তী শিক্ষা
পুনরুদ্ধার ও আগামীর ভাবনা

মূল প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

মনজুর আহমেদ
মোস্তাফিজুর রহমান
সৈয়দ শাহাদাত হোসাইন
গিয়াসউদ্দিন আহমেদ
মোহাম্মদ নুরে আলম

মে ২০২২

গণসাক্ষরতা অভিযান

সহযোগিতায়: ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

প্রথম প্রকাশ

মে ২০২২

প্রকাশক

গণসাক্ষরতা অভিযান

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই প্রতিবেদনের কোনো অংশ বা পূর্ণ প্রতিবেদন পুনঃপ্রকাশ/মুদ্রণের ক্ষেত্রে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।

প্রচ্ছদ

এ.এইচ. সাগর

ISBN: 978-984-35-2573-4

ছবি

ইন্টারনেট/যুগান্তর

যোগাযোগের ঠিকানা

৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: + ৮৮-০২-৪১০২২৭৫২-৬
ই-মেইল: info@campebd.org
ওয়েবসাইট: www.camprbd.org
Facebook: facebook.com/campebd
Twitter: twitter.com/campebd

মুদ্রণে:

এভারগ্রীণ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

উৎসর্গ

শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা অধিকার কর্মীসহ বাংলাদেশের অগণিত মানুষ যাদেরকে
আমরা 'কোভিড-১৯'-এর কারণে হারিয়েছি তাদের স্মরণ করে
এডুকেশন ওয়াচ ২০২১ প্রতিবেদনটি উৎসর্গীকৃত।

১. পটভূমি এবং উদ্দেশ্য

কোভিড অতিমারীর কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর স্কুলগুলো পুনরায় খুলেছে। আশা করা হচ্ছে, রমজানের ছুটি শেষে নিয়মিত রুটিন অনুযায়ী স্কুলগুলোতে নিয়মিত ক্লাস শুরু হবে। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক-পরবর্তী বয়সের শিশুদের টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যার ফলে বিদ্যালয়গুলোতে নিরাপদে পুনরায় শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হচ্ছে। তবে বিদ্যালয়ে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্য এবং সামাজিক দূরত্ব অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, যখন স্কুলগুলো পুরোপুরি খোলা হবে তখন স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্কুল থেকেই ঠিক কী করতে হবে - সিলেবাসের পাঠ দেওয়ার নিয়মিত রুটিনে ফিরে যাওয়া এবং পরীক্ষার রুটিন অনুসরণ করা না কি 'সাধারণ' নির্দেশনা শুরু হওয়ার আগে শিক্ষার্থীরা তাদের শিখন স্তর এবং প্রস্তুতির বিষয়ে কোথায় দাঁড়িয়েছে এবং তাদের প্রতিকারমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে শিখন-ক্ষতি পুনরুদ্ধার করতে কী করা উচিত, তা মূল্যায়ন করার প্রয়োজন আছে? অন্য কথায়, এখন কি সময়সীমাবদ্ধ শিখন-ক্ষতি পুনরুদ্ধার এবং প্রতিকারমূলক পরিকল্পনার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত?

২০২১ সালের APSC তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-এর তুলনায় ২০২১ সালে ১.৫ মিলিয়ন শিক্ষার্থী হ্রাস পেয়েছে এবং ১৪,০০০-এর বেশি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। এদের বেশিরভাগই বেসরকারিভাবে পরিচালিত কিন্ডারগার্টেন স্কুল। তবে ২০২২ সালের শুরুতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা সর্বশেষ পরিস্থিতির পর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশিত না হওয়ায় অতিমারীর প্রকৃত প্রভাব সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ক্ষতির একটি সার্বিক চিত্র অনুমান করা হচ্ছে।

এডুকেশন ওয়াচ ২০২১-এর উদ্দেশ্য

ক) শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার এবং শিক্ষকদের পরিস্থিতি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা;

খ) স্কুলগুলো পুনরায় খোলার পরে শিক্ষা কার্যক্রম কীভাবে এগিয়ে চলেছে এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের শিখন-শেখানো কার্যক্রম এবং মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার বিষয়ে খতিয়ে দেখা;

গ) বৈষম্য মোকাবেলা এবং শিক্ষার মানের সঙ্গে সঙ্গে জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী এবং স্কুলের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে যে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন শুরু হতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করা।

২. পদ্ধতি, নমুনায়ন, তাৎপর্য সীমাবদ্ধতা

দেশের ৮টি বিভাগের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক/স্কুল কমিটি, শিক্ষা কর্মকর্তা এবং স্থানীয় এনজিও কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন পর্যাপ্ত আকারের নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে রয়েছেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী, যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি এবং অষ্টম ও নবম শ্রেণির। এখানে ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা সমান রাখা হয়েছে। অন্যান্য উত্তরদাতারা হলেন শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি-র সদস্য, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্থানীয় এনজিও কর্মকর্তা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক/শিক্ষকগণ।

মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ছিল ৩,৫৫৭ জন। তাদের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ১,৭৪৮ জন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ৬০৬ জন শিক্ষক, ৭১২ জন অভিভাবক, ৬৪ জন শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্থানীয় এনজিও-র ২৫ জন কর্মকর্তা এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫৫ জন প্রশিক্ষক/শিক্ষক। এছাড়াও ২০২ জন অন্যান্য উত্তরদাতা ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা, অভিভাবক, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতা, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইত্যাদি।

সমীক্ষার তাৎপর্য এবং উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠী

দীর্ঘসময় স্কুল বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষতির প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিখনের বর্তমান অবস্থা এবং তাদের পরিবার ও শিক্ষকদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা, পুনরায় স্কুল নিরাপদে খোলা, শিখন-ক্ষতি পুনরুদ্ধার, এবং অতিমারী দ্বারা উদ্ভূত ও পূর্বে বিদ্যমান সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলোও এই সমীক্ষার উল্লেখযোগ্য অংশ। এই সমীক্ষার সম্ভাব্য ব্যবহারকারীরা হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, নীতি-নির্ধারক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ, এনজিও, এবং উন্নয়ন সহযোগীগণ।

সীমাবদ্ধতা

সমীক্ষাটিতে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সমীক্ষার পরিসর, আওতা এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সমীক্ষার উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতাগুলো নিম্নরূপ:

ক) এই সমীক্ষা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ও পাবলিক-স্কুলগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি;

খ) গবেষণার প্রশ্নপত্রগুলোতে সাধারণ ধারার স্কুল পদ্ধতির সামগ্রিক কার্যক্রমের পরিবর্তে বর্তমান অতিমারী সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ওপর অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে;

গ) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং

ঘ) গবেষণার সময়সীমা সমস্যার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল।

গবেষণা প্রতিবেদনের বিন্যাস

মূল আলোচিত বিষয় এবং একটি সারসংক্ষেপ ছাড়াও প্রতিবেদনটি তিনটি অংশে বিভক্ত। সূচনা অধ্যায়ের পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে জরিপ থেকে ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে উপসংহার এবং সুপারিশসমূহ।

৩. সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ

সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত যে ফলাফলসমূহ প্রতিবেদনের দুই নম্বর অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। শ্রেণিবিন্যাসকরণ পদ্ধতিতে সমীক্ষার ফলাফলগুলোকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ক) স্কুল পুনরায় খোলা এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, খ) শিখন-ক্ষতি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন, গ) শিক্ষকদের জন্য সহায়তা, ঘ) মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত শিক্ষা, এবং ঙ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) বিষয়ক চ্যালেঞ্জ।

ক. স্কুল পুনরায় খোলা এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ে ফেরা

অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মতামত অনুযায়ী শহরের বস্তি ছাড়া গ্রামীণ, শহর এবং শহরতলী এলাকার ৯৭ থেকে ৯৯ শতাংশ শিক্ষার্থী স্কুলে ফিরে এসেছে। শহরের বস্তি এলাকায় বিদ্যালয়ে ফেরত আসার হার ৯০ শতাংশ। অভিভাবকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তাদের আশেপাশে স্কুলে ফিরে যায়নি এমন শিশুদের হার ৩ থেকে ৫ শতাংশ, শহরের বস্তিতে যা প্রায় ১৪ শতাংশ। এছাড়াও উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭ থেকে ২০ শতাংশ উল্লেখ করেছেন যে, তারা এমন সহপাঠী বা আত্মীয়দের সম্পর্কে জানেন যাদের শিশুরা অতিমারীর কারণে স্কুল বন্ধ থাকাকালীন তারা স্কুল থেকে কওমি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছে এবং সেখানেই রয়ে গেছে।

স্কুলে স্বাস্থ্যবিধি এবং নিরাপত্তা

সমীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ উত্তরদাতা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যথাক্রমে ৯৬ ও ৯৭ শতাংশ শিক্ষক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। শহরের বস্তি এলাকার বিদ্যালয়ে এই বিষয়ে সন্তুষ্টির মাত্রা কমে ৯১ শতাংশ ছিল (চিত্র- ক১)।

চিত্র ক১. বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মতামত

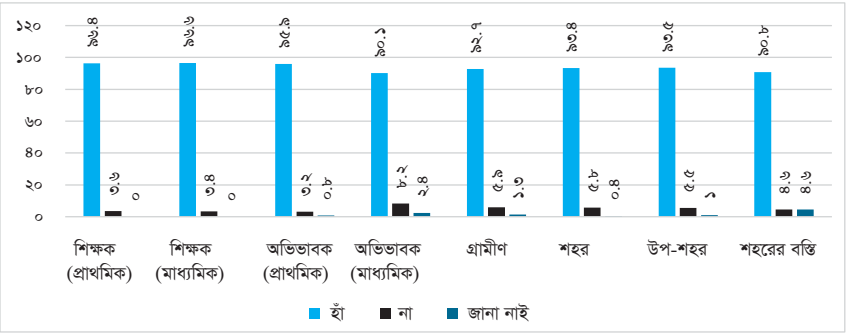

প্রাথমিক পর্যায়ের ১৬ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের ১৭ শতাংশ শিক্ষার্থী অতিমারী কীভাবে তাদের স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং পড়ালেখাকে প্রভাবিত করতে পারে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

অতিমারী প্রতিরোধ এবং প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসেবে স্কুলগুলোতে স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ যে নির্দেশাবলী এবং নির্দেশিকা প্রদান করেছিলেন, স্কুলগুলোতে তা অনুসরণ করার চেষ্টা করেছে। বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক ছিল (অর্থাৎ, নির্দেশাবলী অনুসরণ করা হচ্ছে এবং তারা ভালো কাজ করার চেষ্টা করেছে)। কিন্তু যখন নির্দেশিকা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তখন অনেকেই মনে করেছেন যে, এ খাতে বরাদ্দ পর্যাপ্ত ছিল না। একইভাবে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা কীভাবে আরও উন্নত করা যেতে পারে সেই বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে অনেক নতুন নতুন চিন্তা ও পরামর্শ পাওয়া গেছে। তা থেকে বোঝা যায় যে, বর্তমান অবস্থার আরও উন্নতির অনেক সুযোগ রয়েছে।

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা উন্নতির জন্য পরামর্শ

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির বিষয়ে শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ বিভিন্ন ধরনের ধারণা দিয়েছেন। শিক্ষকরা জোর দিয়েছেন মাস্ক পরা এবং হাত ধোয়ার মতো নিরাপত্তা বিধি নিশ্চিত করা ও প্রয়োগ করার ওপর। কর্মকর্তাগণ স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তদারকি ও তত্ত্বাবধান বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছেন। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির বেশির ভাগ সদস্য এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছেন। লক্ষণীয় যে, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষক ও এসএমসি-র সদস্যগণ কোনো মতামত বা পরামর্শ দিতে রাজি হননি (সারণী-ক১)। একসঙ্গে কাজ করা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বিষয়ে এনজিও ও কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করার প্রসঙ্গে কোনো মতামত পাওয়া যায় নি।

সারণী-ক১. বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অংশীজনদের পরামর্শ

উত্তরদাতার ধরন	মতামতসমূহ					
	১	২	৩	৪	৫	৬
শিক্ষক (প্রাথমিক)	৬.৫	১৪.৪	৪.৫	৭.৩	৬৫	১২.৩
শিক্ষক (মাধ্যমিক)	৭	৮.২	৮.৫	১১.৪	৬৫	৮.৯
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	১০.৩	১৭.২	২৭.৬	২৬.৮	১০.৩	১৪.৩
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	১৫.৮	১০.৫	৯.৩	৩৬.৮	২৬.৩	৯.৫
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	১০	০	৩০	১০	৬০	০
জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	২০	২০	৮০	০	০	০
এসএমসি (প্রাথমিক)	২২.১	১৬.২	১১.৮	৫.৯	৩৮.২	১১.৮
এসএমসি (মাধ্যমিক)	৮.২	৬.৮	১২.৩	৮.২	৬৪.৪	৩.৮

১. বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ
২. হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, স্যানিটাইজার ও মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করা
৩. শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা
৪. বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মনিটরিং ও তদারকি বৃদ্ধি করা
৫. কোনো মতামত নেই
৬. অন্যান্য

খ. শিখন-ক্ষতি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন

বাড়িতে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় কারা সহায়তা করেন, স্কুল পুনরায় খোলার পরে কীভাবে পাঠ শুরু হয়েছিল, শিক্ষার্থীর বর্তমান শিখনস্তর মূল্যায়ন এবং দূর-শিক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীরা কী ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করেন এবং মোবাইল ফোন/কম্পিউটারে কাটানো সময়কাল, স্কুল বন্ধ থাকাকালীন সন্তানদের শিখন ঘাটতি হয়েছে তা পূরণে পরিবার থেকে কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং তা পরিবারের জন্য কোনো বাড়তি চাপ বা বোঝা হয়েছে কিনা-এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল।

বাড়িতে পড়ালেখায় শিক্ষার্থীরা যাদের নিকট থেকে সহায়তা পেয়েছেন

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪১.৮ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছেন যে, অভিভাবকরা তাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন। অন্যদিকে ২০.৬ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন বড় ভাইবোনদের নিকট থেকে সহায়তা পেয়েছেন এবং ১৭.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী বাড়িতে নিজেরাই পড়ালেখা করেন বলে জানিয়েছেন। প্রায় ১৬ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাইভেট টিউটরের সহায়তা নিয়েছেন এবং ২.৪ শতাংশ প্রতিবেশীর নিকট থেকে সহায়তা পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।
- মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের প্রায় ১৯ শতাংশ পিতা-মাতা বা অভিভাবকের নিকট থেকে সাহায্য পেয়েছেন। সমান সংখ্যক শিক্ষার্থী সাহায্য পেয়েছিল ভাইবোনদের নিকট থেকে। ২৪ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য নিয়েছেন এবং সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৬ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছেন যে তারা নিজেরাই পড়ালেখা করেছেন।

- সামগ্রিকভাবে, অভিভাবকগণ জানিয়েছেন, শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ (প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক একত্রে) অর্থাৎ ২৮.৫ শতাংশ প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য নিয়েছেন। এরপর পিতা-মাতার নিকট থেকে সহায়তা পেয়েছেন, প্রায় এক চতুর্থাংশ, যারা নিজেরাই বাড়িতে পড়ালেখা করেছে (চিত্র-খ১)।

চিত্র-খ১. বাড়িতে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় কে সহায়তা করে?

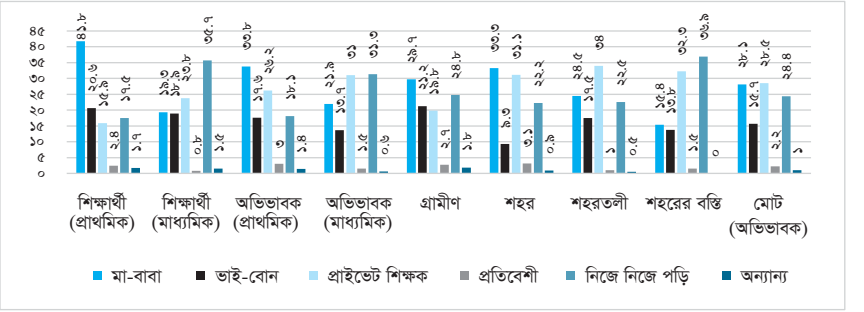

দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষার্থীরা কার নিকট থেকে শিখনে সহায়তা পেয়েছে সেই সম্পর্কে অভিভাবকদের ধারণা এবং শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মতামতের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, একই প্রশ্নে বিভিন্ন অংশীজনদের মতামত, সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সুনির্দিষ্ট সূচক হিসেবে না নিয়ে একই সূচক হিসেবে নেওয়া যথাযথ হবে।

স্কুল পুনরায় খোলার পরে কীভাবে পাঠ শুরু হয়েছিল

সমীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের মিলিয়ে প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, যদিও স্কুল ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খোলা হয়েছে, তবুও স্কুল খোলার পর শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকের প্রথম অধ্যায় থেকে পাঠ শুরু করা হয়েছে। এক চতুর্থাংশেরও বেশি (২৮ শতাংশ) উল্লেখ করেছেন যে, তারা সরকারি নির্দেশাবলী অনুসরণ করেছেন (তবে নির্দেশাবলীতে ঠিক কী ছিল বা কী অনুসরণ করা হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে পারেন নি)। প্রায় ১১ শতাংশ শিক্ষক বা তাদের স্কুল খোলার পর পাঠ্যবইয়ের মাঝামাঝি কোথাও থেকে পাঠ শুরু করেছেন। ১০ শতাংশের বেশি উল্লেখ করেছেন যে, তারা গ্রেড এবং বিষয়ের জন্য দূর-শিক্ষণে যতটা পাঠ হয়েছিল তারপর থেকে পাঠ শুরু করেছেন। সামগ্রিকভাবে, অভিভাবক উত্তরদাতাদের মতামত অনুযায়ী প্রায় ২৮ শতাংশ উল্লেখ করেছেন যে, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ শুরু করার আগে গত বছরের পাঠ পর্যালোচনা করার একটি প্রচেষ্টা ছিল (চিত্র- খ.২.১ ও চিত্র- খ.২.২)।

চিত্র-খ২.১ স্কুল খোলার পর শিক্ষকগণ প্রতিটি বিষয়ের কোন অধ্যায় থেকে পাঠদান শুরু করেছেন? (শিক্ষার্থীদের মতামত)

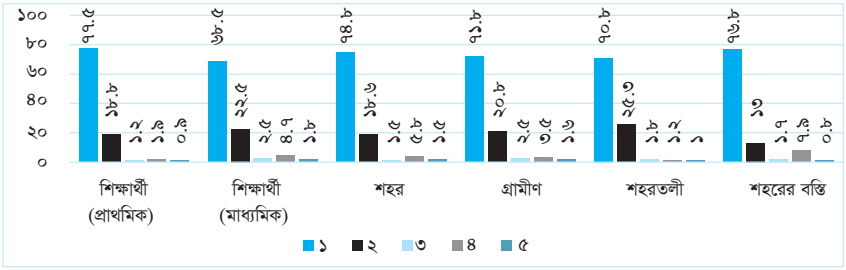

১. *প্রথম অধ্যায় থেকে*
২. *মাঝামাঝি কোনো অধ্যায় থেকে*
৩. *গত বছরের পাঠ আলোচনা করার পর*
৪. *দূর-শিক্ষণের নানা মাধ্যমে যে পর্যন্ত ক্লাস হয়েছিল তারপর থেকে এবং*
৫. *অন্যান্য (সংক্ষিপ্ত সিলেবাস অনুযায়ী ও সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী)*

চিত্র- খ২.২ স্কুল খোলার পর প্রতিটি বিষয়ের কোন অধ্যায় থেকে পাঠদান শুরু করেছেন? (শিক্ষকদের মতামত)

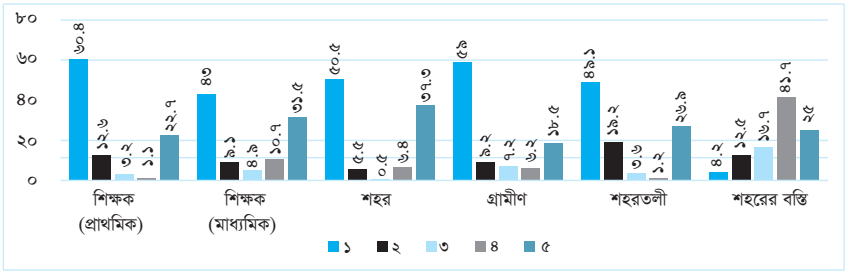

১. *প্রথম অধ্যায় থেকে*
২. *মাঝামাঝি কোনো অধ্যায় থেকে*
৩. *গত বছরের পাঠ আলোচনা করার পর*
৪. *দূর-শিক্ষণের নানা মাধ্যমে যে পর্যন্ত ক্লাস হয়েছিল তারপর থেকে এবং*
৫. *অন্যান্য (সংক্ষিপ্ত সিলেবাস অনুযায়ী ও সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী)*

সমীক্ষা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা না থাকায় অথবা যে বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকার কারণে স্কুল খোলার পর কীভাবে পাঠ শুরু করতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষক এবং স্কুল তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের গ্রেড স্তরের প্রস্তুতি মূল্যায়ন করা

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছেন যে, স্কুল পুনরায় খোলার পরে কিছু বিষয়ে তাদের শিখন দক্ষতা যাচাই করা হয়েছিল এবং ৯ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছেন, তাদের সকল বিষয়ের শিখন দক্ষতা যাচাই করা হয়েছে। ৪ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, শিক্ষকগণ তাদের শিখন দক্ষতা যাচাইয়ের পর ফলাফলের ভিত্তিতে ক্লাসে গ্রুপ বা দল তৈরি করেছেন;
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪৪ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছেন যে, কিছু বিষয় যাচাই করা হয়েছিল, এখানে ২ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, শিক্ষকগণ তাদের শিখন দক্ষতা যাচাইয়ের পর ফলাফলের ভিত্তিতে ক্লাসে গ্রুপ বা দল তৈরি করেছেন;

- অন্যদিকে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬২ শতাংশ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭০ শতাংশ শিক্ষক বলেছেন, কিছু কিছু বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা যাচাই করা হয়েছে। ৪ থেকে ৫ শতাংশ শিক্ষক জানিয়েছেন শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শিখন অবস্থা বিবেচনা করে ক্লাসের মধ্যে গ্রুপ বা দল গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মতামত থেকে দেখা যায় যে, পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের গ্রেড প্রস্তুতি মূল্যায়ন করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশিকা বা গাইডলাইন ছিল না। উত্তরদাতাদের একটি ছোট অংশ (২ থেকে ৫ শতাংশ) শিখন দক্ষতার স্তর অনুসারে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক গ্রুপ বা দল গঠন করার কথা উল্লেখ করেছেন (চিত্র-খ৩)।

চিত্র - খ৩ শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক প্রমোশন দেওয়ার পূর্বে যাচাইয়ের অবস্থা

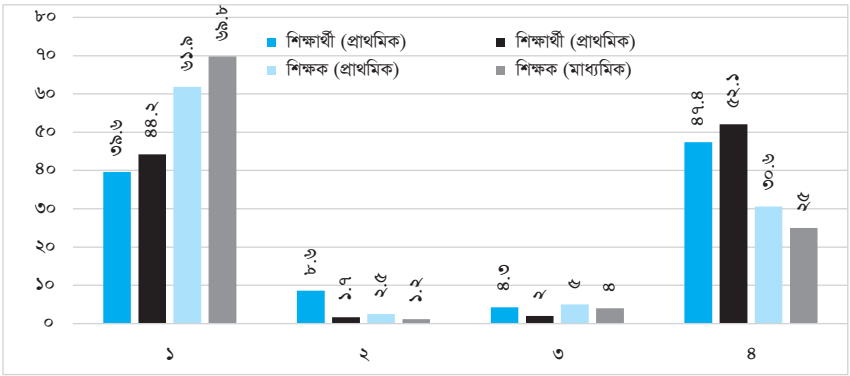

১. কিছু কিছু বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে
২. সকল বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে
৩. যাচাইয়ের ফল অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দল তৈরি করা হয়েছে এবং
৪. কোনো পরীক্ষা নেওয়া হয়নি।

শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন/কম্পিউটার ও বিভিন্ন ডিভাইসে আসক্তি

সমীক্ষায় দেখা যায় যে, অনেক শিশু এবং কিশোর-কিশোরী স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপসহ নতুন প্রযুক্তিগত ডিভাইস দ্বারা প্রভাবিত। কোভিড-১৯ অতিমারী এই প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে ১২ শতাংশ অভিভাবক বলেছেন যে, তাদের স্কুলগামী শিশুরা স্মার্টফোন বা কম্পিউটার গেমে আসক্ত হয়ে পড়েছে। কারণ হিসেবে বলেছেন যেহেতু কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে স্কুল বন্ধ থাকার সময়ে তারা প্রতিদিন ৮-৯ ঘণ্টা পর্যন্ত বিভিন্ন ডিভাইসে সময় ব্যয় করেছে, সেহেতু তাদের মধ্যে এক ধরনের আসক্তি তৈরি হয়েছে।

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের ১৯% বলেছেন যে, তাদের স্কুলগামী সন্তানরা স্মার্টফোন বা কম্পিউটার গেমে আসক্ত ছিল, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এটি ছিল ৬ শতাংশ;
- শহরের বস্তি এলাকার ২৮ শতাংশ অভিভাবক বলেছেন, তাদের সন্তানরা গেমের প্রতি আসক্ত ছিল, শহরাঞ্চলে এর হার ১২ শতাংশ, গ্রামীণ এলাকায় ১০ শতাংশ এবং শহরতলিতে ৯ শতাংশ (চিত্র-খ৪)।

চিত্র-খ৪. শিক্ষার্থীদের সামাজিক মাধ্যম ও গেম আসক্তি

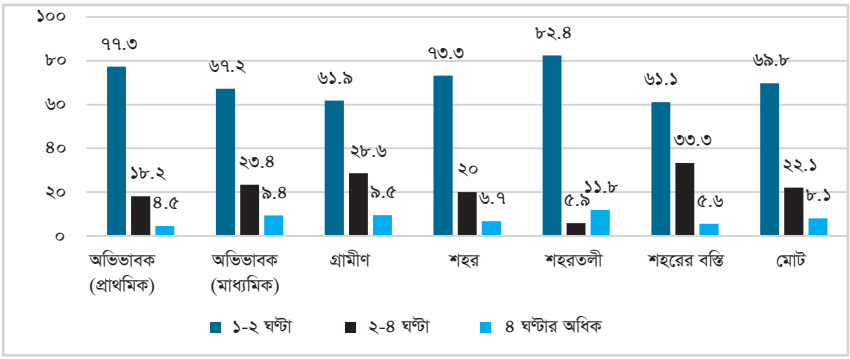

ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ডিভাইসের অনুপ্রবেশ ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপকভাবে। মাধ্যমিক স্তরের অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষার্থী শেখার উদ্দেশ্যে ইন্টারনেট এবং অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইসের সঙ্গে সংযুক্ত স্মার্টফোন ব্যবহার করে। তবে তা কতটা কোন পদ্ধতিতে তা স্পষ্ট নয়। সম্ভবত স্বচ্ছল পরিবারের অপেক্ষাকৃত ছোট একটি অংশের আসক্তির পরিমাণ বেশি ছিল। প্রাথমিক স্তরে, টিভি এবং রেডিও-তে পাঠ সম্প্রচারের ওপর নির্ভরতা বেশি দেখা গেছে (চিত্র-খ৫)।

চিত্র-খ৫. শিক্ষার্থী দূর-শিক্ষণের জন্য কোন ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করে?

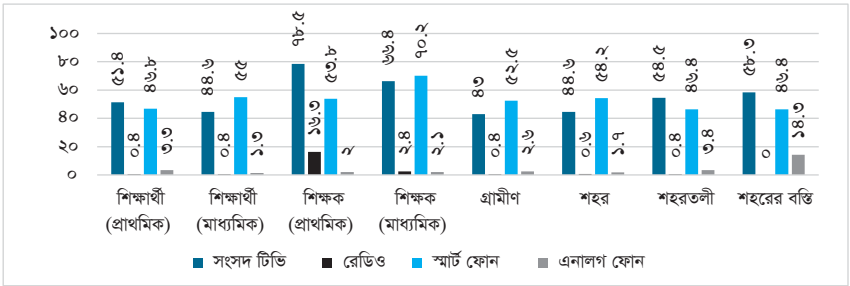

স্কুলে দুপুরের খাবার

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৬ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯৫ শতাংশ শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল মিল (দুপুরের খাবার) প্রদানের বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন।

- সকলের জন্য এই কার্যক্রমটির দ্রুত সম্প্রসারণ সম্পর্কে অভিভাবকগণ কিছুটা দ্বিধায় ছিলেন, কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭৮ শতাংশ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৭ শতাংশ অভিভাবক এই ধারণাকে সমর্থন করেছেন;
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি সদস্যগণের ৮৮ শতাংশ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি সদস্যদের ৯১ শতাংশ উত্তরদাতা শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিত থাকতে উৎসাহিত করার জন্য আরও বড় পরিসরে স্কুলে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন।

শিখন পুনরুদ্ধার বিষয়ক পরামর্শ

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্কুল খোলার পর শিক্ষার্থীদের গ্রেড স্তর যাচাই বা মূল্যায়নের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষকদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না এবং তাদের নিকট এই বিষয়ের নির্দেশনা ও উপকরণেরও ঘাটতি ছিল। সমীক্ষায় শিখন-ক্ষতি পুনরুদ্ধারের মূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলো সহায়ক কিনা তা জানার চেষ্টা করা হয়েছিল।

- উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের ৯০ শতাংশ আগের তুলনায় পরীক্ষা কমানোর প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের শতভাগ উত্তরদাতা একই মত পোষণ করেছেন;
- উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের শতভাগ উত্তরদাতা শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ (হোম অ্যাসাইনমেন্ট) দেওয়া এবং শিক্ষকদের দ্বারা এগুলো পর্যালোচনা করার প্রস্তাব করেছেন। কেউ কেউ শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের দূর-শিক্ষণের উপকরণগুলো লিঙ্ক প্রদান ও যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন;
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯৬ শতাংশ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯২ শতাংশ শিক্ষার্থী আগের তুলনায় পরীক্ষার সংখ্যা কমানোর পক্ষে মতামত দিয়েছেন। বিপরীতে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮২ শতাংশ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৮ শতাংশ শিক্ষার্থী শিক্ষকদের নিকট থেকে মতামতসহ বাড়ির কাজ (হোম অ্যাসাইনমেন্ট) দেওয়াকে সমর্থন করেছেন।

উপর্যুক্ত মতামতসমূহ নির্দিষ্ট পদক্ষেপের পরিবর্তে প্রচলিত কার্যক্রমগুলো (যেমন- অর্জিত শিখন দক্ষতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের গ্রেড-স্তরের প্রস্তুতির মূল্যায়ন করা এবং শিক্ষার্থীদের ঘাটতিগুলো পূরণ করতে সহায়তা করার জন্য শ্রেণিভিত্তিক গ্রুপ বা দল গঠন করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন।

পারিবারিক উদ্যোগ

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮৪ শতাংশ অভিভাবক জানিয়েছেন তাদের সন্তানদের শিখন ক্ষতি পূরণের জন্য প্রাইভেট টিউটর নিয়োগ করেছেন, প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে এই হার ছিল ৮০ শতাংশ;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৮ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছেন যে, তাদের বাবা-মা বা ভাই-বোনরা পড়ালেখায় সাহায্য করার জন্য আগের চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তা ছিল ৩৬.৫ শতাংশ।
- শহরের বস্তি এলাকার মাত্র এক চতুর্থাংশ অভিভাবক তাদের সন্তানদের কোনো না কোনো কোচিং সেন্টারে ভর্তি করিয়েছেন, প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে তা ছিল ২৬ শতাংশ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে ২৪ শতাংশ।

শিখন ক্ষতি পূরণের জন্য পরিবারগুলোর সাধারণ প্রতিক্রিয়া ছিল প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য নেওয়া। এ নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মতামতের পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় এক পঞ্চমাংশ শিক্ষার্থী (১৯ শতাংশ) এবং প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের আটজনের মধ্যে একজন (১২ শতাংশ) বলেছেন যে, তাদের পরিবার থেকে শিখন ঘাটতি পূরণের জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের প্রায় সকল অভিভাবক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের ৯৬ শতাংশ অভিভাবক জানিয়েছেন তারা সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। (চিত্র-খ৬)।

চিত্র-খ৬. শিক্ষার্থীদের শিখন পূরণের লক্ষ্যে পরিবারের উদ্যোগসমূহ

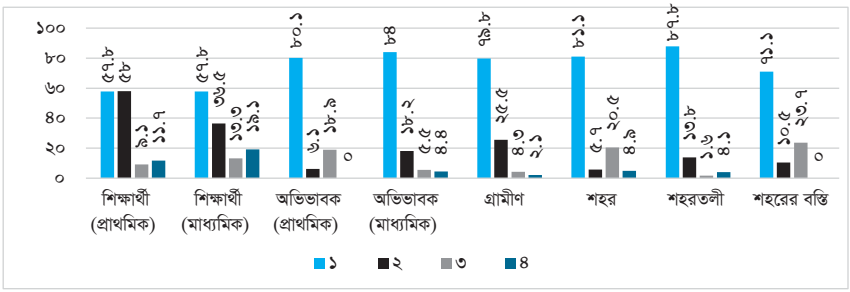

১. প্রাইভেট টিউটর নিয়োগ দেওয়া
২. কোচিং সেন্টারে ভর্তি করা
৩. শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় সহায়তা করার জন্য অভিভাবকদের আরও বেশি সময় দেওয়া
৪. কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি

শিখন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সম্পর্কে সুপারিশসমূহ

স্কুল পুনরায় খোলার পরে শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধারের জন্য কী কী কার্যক্রম/পদক্ষেপ নেওয়া যায় এই বিষয়ে অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মকর্তাদের মতামত ও সুপারিশ জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাদের মতামত ও সুপারিশসমূহ সারণী- খ.১ক, খ.১খ, খ.১গ-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি- খ.১ক শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধার বিষয়ে অভিভাকদের পরামর্শসমূহ

উত্তরদাতার ধরন	১	২	৩	৪	৫	৬
অভিভাবক (প্রাথমিক)	৩১.৬	৯.৭	৫.৩	১.৯	২.০	৫৪.৮
অভিভাবক (মাধ্যমিক)	২৭.২	১৬.৮	৩.৪	২.৮	৩.৯	৫১.৭

১. সকল ক্লাসের জন্য বিদ্যালয় পুরোপুরি খুলে দেওয়া
২. নিয়মিতভাবে ক্লাসের বাইরে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া
৩. শিক্ষার্থীদের বেশি বেশি এ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া
৪. শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করা
৫. অন্যান্য (শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ বৃদ্ধি, ইত্যাদি)
৬. কোনো মতামত নেই

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অর্ধেকেরও বেশি অভিভাবক উপর্যুক্ত বিষয়ে কোনো মতামত/সুপারিশ প্রদান করেননি;
- প্রায় এক-চতুর্থাংশ অভিভাবক প্রস্তাব করেছেন যে, স্কুল সম্পূর্ণরূপে খোলা ও নিয়মিতভাবে সকল ক্লাস চালু রাখা;

- প্রায় ১০ থেকে ১৭ শতাংশ অভিভাবক স্কুল থেকে অতিরিক্ত পাঠ ও ক্লাসের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছেন, অনেক অভিভাবক এ্যাসাইনমেন্ট ও হোমওয়ার্কের ওপর জোর দিয়েছেন।

সারণি- খ১.খ শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধার বিষয়ে শিক্ষকদের পরামর্শসমূহ

উত্তরদাতার ধরন	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
শিক্ষক (প্রাথমিক)	৪০.৩	১৮.৭	১.৮	৮.৬	৪.৩	২৮.৪	১০.৭
শিক্ষক (মাধ্যমিক)	৩৭.২	১৫.২	৩.৭	৬.১	৬.৭	২৯.৯	৮.৫

১. স্কুল খোলা রাখা ও নিয়মিত ক্লাস নেওয়া
২. নিয়মিতভাবে ক্লাসের বাইরে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া
৩. শিক্ষকদের নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
৪. শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করা
৫. নিয়মিতভাবে ক্লাস টেস্ট নেওয়া ও এ্যাসাইনমেন্ট প্রদান করা
৬. কোনো মতামত নেই
৭. অন্যান্য (শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ বৃদ্ধি, ইত্যাদি)

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩০ শতাংশ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৮ শতাংশ শিক্ষক শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে তাদের কোনো সুপারিশ বা পরামর্শ প্রদান করেন নি;
- যারা মতামত/পরামর্শ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪০ শতাংশ শিক্ষক নিয়মিত শারীরিকভাবে উপস্থিত থেকে ক্লাস চালিয়ে যাওয়ার সুপারিশ করেছেন, ১৯ শতাংশ শিক্ষক অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং ৯ শতাংশ শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির বিষয়ে উল্লেখ করেছেন;
- মাধ্যমিক স্তরে ৩৭ শতাংশ শিক্ষক নিয়মিত শারীরিক উপস্থিতিতে ক্লাস চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, ১৫ শতাংশ শিক্ষক অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং ৭ শতাংশ নিয়মিত ক্লাস পরীক্ষা, মূল্যায়ন ও এ্যাসাইনমেন্টকে সমর্থন করেছেন।

অবাক করা বিষয় হলো, প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার বিষয়ে কোনো পরামর্শ/মতামত প্রদান করেন নি। যারা মতামত দিয়েছেন তারা মূলত নিয়মিত স্কুল কার্যক্রম চালিয়ে ও অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

শিক্ষা কর্মকর্তাগণ শিখন পুনরুদ্ধার পদক্ষেপ সম্পর্কে পরামর্শ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যারা মতামত দিয়েছেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগ শ্রেণিপাঠ, পরীক্ষা এবং হোম এ্যাসাইনমেন্ট রুটিনসহ নিয়মিত স্কুল কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন।

সারণি- খ.১গ শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধার বিষয়ে উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের পরামর্শসমূহ

উত্তরদাতার ধরন	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৩০.০	১৩.৩	২৬.৭	৩.৩	২৬.৭	১৩.৩	১০.০
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৩১.৬	২১.১	৪৭.৪	২১.১	২১.১	১৪.৩	১০.৩
জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৩০.০	২০.০	১০.০	২০.০	২০.০	১০.০	১৫.০
জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	৪০.০	৪০.০	২০.০	২০.০	০.০	০.০	০.০

১. *নিয়মিত ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করা*
২. *নিয়মিত ক্লাস নেওয়া ও শিক্ষার্থীদের হোম এ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া*
৩. *নিয়মিত ক্লাসের বাইরে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করা*
৪. *অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার জন্য শিক্ষকদের সম্মানী দেওয়ার ব্যবস্থা করা*
৫. *নিয়মিত ক্লাসের সঙ্গে দূর-শিক্ষণ বা অন-লাইন ক্লাস যুক্ত করা*
৬. *সংক্ষিপ্ত সিলেবাস তৈরি করা*
৭. *অন্যান্য (অংশীজনদের সচেতন করা, প্যারা শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া, ইত্যাদি)*

- এক চতুর্থাংশেরও বেশি (২৭ শতাংশ) কর্মকর্তা অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য শিক্ষকদের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এবং ২৭ শতাংশ শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধারের জন্য দূর-শিক্ষণ ক্লাস চালিয়ে যাওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন;
- প্রায় অর্ধেক (৪৭ শতাংশ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধারের জন্য অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছেন। ৩২ শতাংশ শারীরিকভাবে উপস্থিত থেকে ক্লাস পরিচালনার পক্ষে মতামত দিয়েছেন এবং ২১ শতাংশ নিয়মিত ক্লাস পরীক্ষা এবং বাড়ির কাজ মূল্যায়ন নিশ্চিত করার সুপারিশ করেছেন;
- বিশ শতাংশ জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়মিত ক্লাস টেস্ট ও হোম এ্যাসাইনমেন্ট নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

শিখন ক্ষতি পূরণে পারিবারিক উদ্যোগ

শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষতি পূরণের জন্য পরিবার থেকে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো- প্রাইভেট টিউটর নিয়োগ দেওয়া। প্রাইভেট টিউটর নিয়োগের কারণে পরিবারগুলোর ব্যয় বেড়ে গেছে। প্রায় এক চতুর্থাংশ অভিভাবক বলেছেন যে, তারা সন্তানদের শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধার করতে অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে তা তাদের কাছে বোঝা স্বরূপ। কী ধরনের বোঝা বা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা জানতে চাওয়া হলে, প্রায় অর্ধেক অভিভাবক আর্থিক বা মানসিক চাপ ও উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে শহরের বস্তির ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ অভিভাবক এই ধরনের অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপ বলে মনে করছেন না, যা গ্রামের তুলনায় প্রায় দেড়গুণ।

নতুন শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত মতামত

সমীক্ষায় শিক্ষাক্রম সংস্কারের উদ্যোগ সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের মতামত চাওয়া হয়েছিল। বিশেষত শিক্ষার্থীদের শিখন পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে নতুন শিক্ষাক্রম কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারবে এবং এটি কার্যকর বাস্তবায়নে কী কী উদ্যোগ নেওয়া দরকার তাও সমীক্ষার আওতায় জানতে চাওয়া হয়েছিল।

শিক্ষকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩২ শতাংশ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৫.৫ শতাংশ) শিক্ষাক্রম সংস্কারের এই উদ্যোগ সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। তারা আশা করেছেন যে, এটি শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক হবে। এছাড়া প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬৫ শতাংশ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬১ শতাংশ) শিক্ষকদের নিকট থেকে কোনো মতামত পাওয়া যায়নি। নতুন উদ্যোগ সম্পর্কে তাদের নিকট পর্যাপ্ত তথ্য না থাকাও এর কারণ হতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৫ শতাংশ শিক্ষক বলেছেন যে, নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের অসুবিধার বিষয়টি বিবেচনা করে, বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি ভালো উদ্যোগ নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ের ২.৪ শতাংশ শিক্ষক একই মতামত পোষণ করেছেন।

- ৫৭ শতাংশ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ৪০ শতাংশ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেছেন যে, শিক্ষাক্রম সংস্কারের উদ্যোগ সম্পর্কে তাদের তেমন কোনো ধারণা বা মন্তব্য নেই;
- উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের ৫৩ শতাংশ এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের ৪৭ শতাংশ মনে করেন যে, এটি শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষায় সহায়ক হবে। স্বল্প সংখ্যক উত্তরদাতা এটি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন।

সারণি- খ২. নতুন কারিকুলাম সম্পর্কে উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের মতামত

উত্তরদাতার ধরন	১	২	৩
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৫৩.৩	৬.৩	৪০
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৪৭.৪	৫.৩	৪৭.৪

১. এটি একটি ভালো উদ্যোগ
২. নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়ন করা চ্যালেঞ্জিং হবে
৩. কোনো মতামত নেই

গ. শিক্ষকদের জন্য সহায়তা

'কোভিড-১৯' অতিমারী এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক সঙ্কট শিক্ষার্থী এবং সামগ্রিকভাবে সমাজকে যতটা প্রভাবিত করেছে, শিক্ষকদের পরিবারও এর আওতার বাইরে নয়।

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮৮ শতাংশ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮৫ শতাংশ শিক্ষক বলেছেন যে, শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষতির মূল্যায়ন এবং এই সংকট কাটিয়ে উঠতে তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ভিত্তিক নির্দেশিকা/গাইডলাইন নেই;
- শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষতি মূল্যায়ন এবং তা কাটিয়ে উঠার বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ভিত্তিক নির্দেশিকা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে পারেন নি উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ের ৯০ শতাংশ কর্মকর্তা।

সারণি গ.১ বিষয়ভিত্তিক পাঠদান ও মূল্যায়নের বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য কি গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে?

উত্তরদাতার ধরন	হ্যাঁ	না	জানা নাই
শিক্ষক (প্রাথমিক)	৮৫.৩	১৩.৩	১.৪
শিক্ষক (মাধ্যমিক)	৮৮.১	৮.২	৩.৭
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৯০	১০	০
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৬৩.২	৩৬.৮	০
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৯০	১০	০
জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	৮০	২০	০

শিক্ষার্থীদের শিখন পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার জন্য শিক্ষকরা অনলাইন/সরাসরি প্রশিক্ষণ পেয়েছিল কিনা তা জানার চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার ৬২% শিক্ষক জানিয়েছেন যে, অন-লাইনে এই ধরনের নির্দেশনা/গাইডলাইন দেওয়া হয়েছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রায় ৩০% শিক্ষক এবং ৬০% কর্মকর্তা বলেছেন যে, এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো ওরিয়েন্টেশন বা নির্দেশনা ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষার ৯০% কর্মকর্তা বলেছেন, অন-লাইনে এই নির্দেশনা ছিল। দেখা যাচ্ছে যে, এই বিষয়ে বিভিন্ন এবং পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়া এসেছে। এ থেকে এ উপসংহারে আসা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় যে, শিক্ষকদের এই বিষয়ে অবহিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না বা যা কিছু করা হয়েছিল তা কার্যকর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, শিখন ক্ষতির মূল্যায়ন এবং পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা দেখা যায়নি।

শিক্ষাবিদদের মতে, শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা বা গাইডলাইন না থাকায় বা ব্যবহার না করায়, অভিজ্ঞতার আলোকে তারা এই পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পাঠ অনুসরণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি এবং প্রস্তুতির স্তর নির্বিশেষে, স্কুলগুলো পুনরায় খোলা হলে তারা পাঠ্যপুস্তকের শুরু থেকে পাঠ শুরু করেছেন।

সারণি গ২. শিক্ষকদের অনলাইনে/সরাসরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির অবস্থা

উত্তরদাতার ধরন	হ্যাঁ	না	জানা নাই
শিক্ষক (প্রাথমিক)	৬২.২	২৯.৫	৮.৩
শিক্ষক (মাধ্যমিক)	৫৭	৩১.১	১১.৯
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৯০	১০	০
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৬৩.২	৩৬.৮	০
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৮০	২০	০
জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	৪০	৬০	০

শিক্ষকদের শারীরিক বা মানসিক অস্থিরতা

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, 'কোভিড-১৯' অতিমারীর কারণে স্কুল বন্ধ থাকায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩০ শতাংশ, শহরাঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ, শহরতলীর ৩১ শতাংশ এবং গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী শিক্ষকদের এক-চতুর্থাংশ শিক্ষক শারীরিক বা মানসিক অস্থিরতা বা চাপ অনুভব করেছেন।

স্কুল পুনরায় খোলার পরে শিক্ষকরা যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন

সাধারণভাবে শিক্ষকগণ স্কুল পুনরায় খোলা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ (৬৩ শতাংশ) শিক্ষক বলেছেন যে, তারা স্কুল খোলার পর বিশেষ কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হননি। একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক বলেছেন, শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফিরিয়ে আনা, স্কুলের কাজে মনোযোগ দিতে অনুপ্রাণিত করা এবং তাদের শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধার করা-এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

চিত্র- গ১. বিদ্যালয় পুনরায় খোলার পর শিক্ষকগণ কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছেন

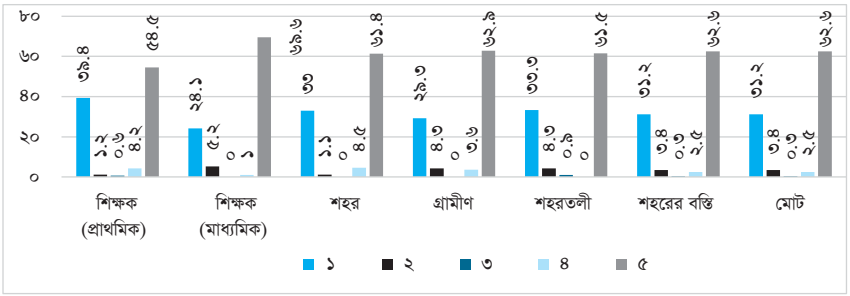

১. শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফিরিয়ে আনা
২. শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার প্রতি মনোযোগ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া
৩. শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা
৪. ক্লাসের সময়সীমা ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা
৫.কোনো চ্যালেঞ্জ নেই

চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে শিক্ষকের পরামর্শ

সামগ্রিকভাবে, প্রায় অর্ধেক শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস চলমান রাখা এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫০ শতাংশ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৯ শতাংশ শিক্ষক মূল্যায়ন/পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

- আঠারো শতাংশ শিক্ষক অতিরিক্ত ক্লাস ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছেন। অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ১২ শতাংশ শিক্ষক পরামর্শ দিয়েছেন। ৯ শতাংশ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মানসম্মত বা গুণগত শিক্ষা দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন;
- সামগ্রিকভাবে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের ৮.৫% শিক্ষক স্কুলে সকল শিক্ষার্থীর জন্য দুপুরের খাবার প্রদান করার পরামর্শ দিয়েছেন;
- গ্রামীণ এলাকায় ৫২ শতাংশ শিক্ষক নিয়মিত স্কুল খোলা রাখা ও মূল্যায়ন চালু রাখার সুপারিশ করেছেন। ৭ শতাংশ পরামর্শ দিয়েছেন অভিভাবক, শিক্ষক, ছাত্র এবং অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির;
- শহরাঞ্চলের ৪৩ শতাংশ শিক্ষক নিয়মিত স্কুল চালু রাখা ও মূল্যায়নের কথা বলেছেন এবং অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছেন ২৭ শতাংশ শিক্ষক;
- শহরের বস্তি এলাকায় ৫৪ শতাংশ শিক্ষক অতিরিক্ত ক্লাস এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছেন। ১৫ শতাংশ শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

চিত্র গ২. উপর্যুক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষকদের পরামর্শ

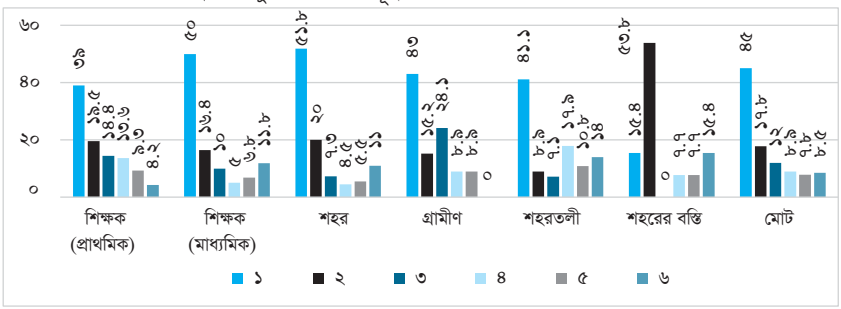

১. স্কুল চালু রাখা ও শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন করা
২. শিখন ক্ষতি পূরণের জন্য অতিরিক্ত ক্লাস ও টেস্ট নেওয়া
৩. শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা
৪. সর্তকতার সঙ্গে পাঠদান করা
৫. মিড-ডে স্কুল মিল চালু করা
৬. অন্যান্য (সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করা, প্যারা শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া, ইত্যাদি)

দূর-শিক্ষণের জন্য স্কুলে ডিভাইসের প্রাপ্যতা

সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে ১৪ শতাংশ শিক্ষক জানিয়েছেন, তাদের স্কুলে কোনো কম্পিউটার/ল্যাপটপ নেই, গ্রামীণ স্কুল এবং শহরের বস্তি এলাকায় এই হার ২৫ শতাংশ।

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৩ শতাংশ শিক্ষক নিশ্চিত করেছেন যে, তাদের বিদ্যালয়ে ১-৩টি কম্পিউটার/ল্যাপটপ রয়েছে। ৪-৬টি কম্পিউটার/ল্যাপটপ ৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে এবং ৭-১০টি কম্পিউটার/ল্যাপটপ রয়েছে ৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে;
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চল্লিশ শতাংশ শিক্ষক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/ছাত্রদের জন্য ১-৩টি কম্পিউটার/ল্যাপটপ থাকার কথা জানিয়েছেন, ৩৬ শতাংশ জানিয়েছেন তাদের বিদ্যালয়ে ১০টির বেশি কম্পিউটার/ল্যাপটপ রয়েছে;
- গ্রামীণ ও শহুরে বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বৈষম্য লক্ষ্য করা গেছে। শহরের বস্তি এলাকার স্কুলগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ প্রাথমিক স্কুল এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল।

ঘ. মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত শিক্ষা

স্কুলগুলো পুনরায় খোলার সঙ্গে যেসব প্রত্যাশা নিয়ে ভবিষ্যতের দৃষ্টিপাত করা হলে, সেই প্রত্যাশা শুধু পুরানো রুটিনে ফিরে আসার নয়, সেই রুটিনে বৈষম্য এবং অনেক গুণগত চ্যালেঞ্জও ছিল। এই প্রত্যাশা একটি 'নতুন স্বাভাবিক'-এর দিকে এগিয়ে যাওয়ার। এই নতুন স্বাভাবিক আগে থেকে বিদ্যমান সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। সমীক্ষাটি বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে উঠতে এবং একটি উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

শিক্ষা পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা কেমন হওয়া উচিত এবং এর মেয়াদ বা ব্যাপ্তি কী হওয়া উচিত?

এই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, শিক্ষা পুনরুদ্ধার পরিকল্পনায় কী থাকা উচিত? পুনরুদ্ধার পর্যায়ের জন্য সময়সীমা কী হওয়া উচিত। গ্রেড বা শ্রেণিভিত্তিক পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি কেমন তা মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির উন্নতির জন্য পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সম্পর্কে উত্তরদাতাদের নিকট থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল।

- প্রায় অর্ধেক শিক্ষক (প্রাথমিক পর্যায়ের ৫৩ শতাংশ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের ৪৪ শতাংশ) শিখন পুনরুদ্ধারের সময়কাল বর্তমান বছরের পরেও ২-৩ বছর বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন। উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ উভয় স্তরের ক্ষেত্রে শিখন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম আরও ৩-৪ বছর বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন;

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষার্থীদের এক তৃতীয়াংশের বেশি অভিভাবক শিখন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ২-৩ বছর মেয়াদি করার পরামর্শ দিয়েছেন;
- প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় স্তরের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ শিখন পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের মেয়াদ ৩-৪ বছর করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন।

অধিকাংশ শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মকর্তা শিখন ক্ষতি মোকাবেলা করতে ২-৩ বছর বা তারও বেশি সময়ের একটি শিখন পুনরুদ্ধার পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছেন। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং যারা নীতি নির্ধারক তারা কেউ এমন কোনো বিষয় বিবেচনা করছেন কিনা তা জানা যায়নি।

শিখন পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বর্তমান স্কুল ক্যালেন্ডার পিছিয়ে দিয়ে সেপ্টেম্বর-জুন করা যায় কিনা সেই বিষয়ে অংশীজনরা পক্ষে-বিপক্ষে বিভক্ত ছিলেন। এর পক্ষে সামান্য বেশি সমর্থন লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষক ও এনজিও কর্মকর্তাগণ এই প্রশ্নে প্রায় সমানভাবে দুই পক্ষে বিভক্ত ছিলেন। অভিভাবক ও এসএমসি সদস্যগণ এই ধারণাটির পক্ষে ছিলেন। শিক্ষা কর্মকর্তাদের মধ্যে, মাধ্যমিক স্তরের কর্মকর্তাগণ জোরালোভাবে এর পক্ষে ছিলেন। তবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রাথমিক স্তরের কর্মকর্তাগণ এই বিষয়ে বেশ দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

যদি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার ধারণাটিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়, তাহলে বর্তমান স্কুল ক্যালেন্ডার বছরে আগের চেয়ে আরো বেশি সময় দিতে হবে। আগামী জুন পর্যন্ত স্কুল বছরকে বাড়ানো, সেক্ষেত্রে একটি যুক্তিসংগত এবং প্রয়োজনীয় বিকল্প হতে পারে।

শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের আকৃষ্ট করা ও ধরে রাখা

তরুণ মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করা বিশ্বজুড়ে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বেশিরভাগ স্নাতক/স্নাতকোত্তর গ্র্যাজুয়েটরা তাদের প্রথম পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে পছন্দ করেন না। শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরমূলক পরিবর্তন আনার জন্য মেধাবী তরুণদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের বিকল্প নেই।

সমীক্ষায় সকল বিভাগের অধিকাংশ উত্তরদাতা (৮৮-১০০ শতাংশ) প্রতিভাবান তরুণদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করতে এবং তাদের সেই পেশায় ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করেছেন। এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য চার বছরের ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু এবং একটি জাতীয় টিচিং সার্ভিস ফোর্স/গ্রুপ তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছেন।

সার্বিকভাবে মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করা ও বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য নতুন চিন্তাভাবনা এবং নীতি কৌশল গ্রহণের পক্ষে বিপুল সমর্থন লক্ষ্য করা গেছে। এই থেকে বোঝা যায় যে, সমাজ ও রাষ্ট্র কীভাবে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে দেখে-তা নিয়ে একটি উদ্বেগও লক্ষ্য করা যায়। নীতি-নির্ধারকদের এই বিষয়ে নতুন করে চিন্তা ও কাজ করার জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

শিক্ষায় সুশাসন সংক্রান্ত সমস্যা

পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে এমন একটি মধ্যমেয়াদি শিখন পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার কৌশল গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা গেলে তা সুশাসন ও ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। এর মধ্যে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, স্থানীয় ও স্কুল পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি এবং এনজিও, কমিউনিটি সংস্থা ও সুশীল সমাজের সম্পৃক্ততা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, আট বিভাগের প্রায় সকল (৮৬-১০০ শতাংশ) উত্তরদাতা শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে অনেক বেশি বিকেন্দ্রীকরণ এবং দায়িত্ব দেওয়াকে সমর্থন করেছেন।

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯২ শতাংশ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯০ শতাংশ শিক্ষক শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়নের ধারণাকে সমর্থন করে মত দিয়েছেন;
- উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের ৯৭ শতাংশ এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের ৯৫ শতাংশ শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়নের ব্যবস্থা প্রবর্তনকে সমর্থন করেছেন;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৭ শতাংশ এসএমসি-র সদস্য এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮৬ শতাংশ শিক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়নের পক্ষে মতামত দিয়েছেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা এবং শিক্ষার ব্যবস্থাপনা অধিকতর দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার সঙ্গে বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করা হয়েছে। সংবিধানের ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে বিকেন্দ্রীকরণের বিধান রয়েছে। শিক্ষা প্রশাসনে এই ধরনের রূপান্তরমূলক পরিবর্তনের প্রভাব কী হবে এবং এই দিকে কীভাবে অগ্রগতি করা যেতে পারে তা রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে বিবেচনার দাবি রাখে। শিখন পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতাকে সামনে নিয়ে আসে।

ঙ. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) বিষয়ক চ্যালেঞ্জ

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET)-এর ওপর 'কোভিড ১৯'-এর প্রভাব জানার জন্য নমুনা নির্বাচনে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় অধ্যয়নরত ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের জন্য পর্যাপ্ত নমুনা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাগত সংস্কারের অংশ হিসাবে TVET এর গুরুত্ব ও সম্প্রসারণে সরকারের অগ্রাধিকরণ বিবেচনায় রেখে গবেষণায় ২৪টি উপজেলার TVET শিক্ষকদের নির্বাচন করে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। TVET শিক্ষার বর্তমান অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষকদের জন্য অনুরূপ প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে ৫৫ জন TVET শিক্ষক/প্রশিক্ষকের টেলিফোন সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

TVET শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতো একই ধরনের চ্যালেঞ্জ ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। সাধারণ শিক্ষার মতো TVET শিক্ষার্থীদের শিখন পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা অপরিহার্য। TVET সাব-সেক্টরের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে TVET-এর বিশেষ দিকগুলোর সামগ্রিক সিদ্ধান্ত ও সুপারিশের কাঠামোর মধ্যে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। সমীক্ষা প্রতিবেদনে TVET সম্পর্কিত যেসব ইস্যু উপস্থাপন করা হয়েছে-

- TVET-এ বেসরকারি খাতের গুরুত্ব এবং সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যা এবং সরকারি পর্যায়ে তাদের সহায়তা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- মেধাবীদের TVET শিক্ষাকার্যক্রমে আগ্রহী করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠানের যোগ্য প্রশিক্ষক নিয়োগ, নিয়োগ পদ্ধতির সংস্কার, সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক এবং প্রশিক্ষকদের জন্য নিয়ন্ত্রক বিধান এবং প্রণোদনা কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা;
- TVET প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের মধ্যে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলা, বিশেষ করে উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং রপ্তানি সম্ভাবনাসহ অর্থনৈতিক খাতে, সরকারের কারিগরি শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের সেক্টর-ব্যাপী পদ্ধতির এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া;
- শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধারে ও দক্ষতা বিকাশের উদ্যোগে তাদের সম্পৃক্ত করতে এসএমইকে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সহায়তা করা;
- বিদেশে বাংলাদেশের দক্ষতা সনদের গ্রহণযোগ্যতার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইনফর্মাল সেক্টর, দক্ষতা উন্নয়নসহ TVET গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হিসেবে এই সেক্টরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত, যা এই গবেষণার আওতার বাইরে ছিল।

৪. উপসংহার এবং সুপারিশ

ক. উপসংহার

এখানে দেওয়া উপসংহারগুলোর ভিত্তি হলো- সমীক্ষায় উপস্থাপিত ফলাফল, সরকারি উদ্যোগের পর্যালোচনা এবং শিক্ষার উপর অতিমারীর বর্তমান এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিয়ে চলমান আলোচনা।

১. সরকারি উদ্যোগ এবং অংশীজনদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা

অতিমারী যখন দেশে আঘাত হানে তখন সরকারের প্রথম এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করা এবং পাঠ প্রস্তুত করে দূর-শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চলামান রাখা। এক্ষেত্রে টেলিভিশন, রেডিও, ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পাঠ সম্প্রচার করা হয়েছিল। দূর-শিক্ষণে শিক্ষার বিষয়বস্তু তৈরি করে চারটি প্লাটফর্মের মাধ্যমে পাঠগুলো প্রচার করা হয়েছে- ক) ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্লাটফর্ম, খ) মোবাইল ফোন প্লাটফর্ম, গ) রেডিও প্লাটফর্ম এবং ৪) ইন্টারনেট প্লাটফর্ম। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারি সংগঠনগুলো যৌথভাবে সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানোর জন্য দূর-শিক্ষণ শিক্ষার বিষয়বস্তু তৈরি এবং সহজতর করার জন্য প্রতিটি ওয়ার্কিংগ্রুপে একসঙ্গে কাজ করেছেন। এসব প্রচেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে বিতর্ক থাকলেও এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

'কোভিড-১৯' মোকাবেলা এবং শিক্ষা পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার আরও অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার 'কোভিড-১৯' স্কুল সেক্টর রেসপন্স শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রণয়ন করেছে। এটি প্রণয়ন করা হয়েছে স্থানীয় শিক্ষা গ্রুপ এর সম্পৃক্ততায় এবং বিশ্বব্যাংকের সমর্থনে। উদ্দেশ্য ছিল অতিমারী দ্বারা সৃষ্ট শিক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।

উপর্যুক্ত মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের গৃহীত উদ্যোগগুলো কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, বাস্তবায়নের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, কতটা অগ্রগতি হয়েছে এবং আগামীর জন্য কী ধরনের পরিকল্পনা বিবেচনা করা হয়েছে সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মধ্যমেয়াদি এবং প্রাক-টার্শিয়ারি স্তরে কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষা, এছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাও পুরোপুরি অবগত হওয়া যায়নি। কারণ সকল উত্তরদাতাগণ এ সবের সঙ্গে তেমন সম্পৃক্ত ছিলেন না। এর ফলে এই সমস্ত কার্যক্রম নিয়ে জনসাধারণের কোনো সাধারণ মতামত তৈরি হয়নি। অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সবার নিকট সহজলভ্য ও বোধগম্য নয়। যেমন- ২০২১-এর এপিএসসি প্রতিবেদন প্রচারমাধ্যমে জানানো হয়েছে, কিন্তু তা অফিশিয়ালি প্রকাশ

করা হয়নি। ২০২১ শিক্ষাবর্ষ নিয়ে আগে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান তথ্য প্রদান করা হয়েছিল। ২০২২ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে হালনাগাদ তথ্য প্রচার করা খুবই জরুরি। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

'কোভিড-১৯' অতিমারীর হুমকি অনেকটাই কমে গেছে। আমরা আশা করি যে, এটি অতিমারী আকারে আর ফিরে আসবে না। স্কুলগুলো আবার চালু হয়েছে। এর মধ্যে হারিয়ে গেছে দুটি শিক্ষা বছর। সমীক্ষার ফলাফলগুলো থেকে ক্ষতির প্রকৃতি, মাত্রা এবং প্রভাব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিক্ষার্থীর যে শিখন ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে তাদের সহায়তা করা। এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা হতে হবে বাস্তবায়নযোগ্য, যার অগ্রগতি নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করে প্রয়োজনে বাস্তবায়নের কৌশলে পরিবর্তন আনা। শিখন পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সঙ্গে যারা সরাসরি সম্পৃক্ত তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করা। বিশেষ করে শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় জনগণ, স্কুল এবং শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী এনজিওসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের এ কাজে সম্পৃক্ত করা।

এই সমীক্ষা এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নিকট তথ্যভিত্তিক অ্যাডভোকেসি ইস্যু, যা নীতি-নির্ধারক ও সরকারি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য সুশীল সমাজ এবং এনজিওগুলোর গঠনমূলক ভূমিকার একটি উদ্যোগ। অতিমারীর ফলে শিক্ষার যে ক্ষতি হয়েছে তা পুনরুদ্ধার এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বর্তমান সময়োপযোগী করে ঢেলে সাজানোর এখন অতীব জরুরি।

২. শিখন ক্ষতির প্রকৃতি এবং মাত্রা

'কোভিড-১৯' অতিমারীতে সৃষ্ট শিক্ষার সঙ্কট বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীদের দুই রকমের শিখন ক্ষতি। প্রত্যক্ষভাবে স্কুলগুলো দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার কারণে সৃষ্ট শিখন-ক্ষতি এবং পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থী, তাদের পরিবার ও শিক্ষকদের উপর অতিমারীর কারণে স্বাস্থ্য, মানসিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে সৃষ্ট ক্ষতি। অনুমান করে নেওয়া যায় যে, যখন স্কুলগুলো স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হয়, তখন শিক্ষার্থীরা শেখার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি অর্জন করে এবং স্কুল খোলা না থাকলে, বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে পড়ে, শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় পিছিয়ে যায়। এটাও অনুমান করা যায় যে, সরকারের নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশকে এসব উদ্যোগ বা দূর-শিক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা যায়নি। দূর-শিক্ষণের মাধ্যমে শিখন ক্ষতি আশানুরূপভাবে পূরণ করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ও যথাযথ সম্পদের অভাব রয়েছে সেখানে শিখন-ক্ষতি অপূরণীয় ।

এ কথা প্রায় সবাই স্বীকার করেন যে, শিখন-ক্ষতি শিক্ষার্থীদের উপর দীর্ঘমেয়াদি বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে যদি শিখন পুনরুদ্ধারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়। ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা ও শিখন মূল্যায়নের জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন, যা শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা পরিমাপ করতে সহায়তা করবে। সেখানে শিক্ষার্থীদের দক্ষতার কিছু মূল ক্ষেত্র - ভাষা ও গণিত বিষয়ে, 'কোভিড'-এর কারণে যে সময় স্কুল বন্ধ ছিল সেই সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত অগ্রগতি যাচাই করা দরকার। অনুন্নত দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থায় এরকম মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং তথ্যাবলী প্রায়শই পাওয়া যায় না।

বিশ্বব্যাংক 'শিখন দারিদ্র্য' Learning poverty নামক একটি ধারণা নিয়ে এসেছে। এই ধারণায় ১০ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে কত শতাংশ তাদের প্রথম ভাষায় একটি সাধারণ গল্প পড়তে এবং বুঝতে পারে না তা চিহ্নিত করা হয়। এই ধারণার ভিত্তি হলো, এই সাধারণ গল্প পড়তে এবং বুঝতে পারার ক্ষমতা দিয়ে বোঝা যায় যে, শিক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করছে এবং এই ব্যবস্থা শিশুকে একজন স্বনির্ভর শিক্ষার্থী হয়ে উঠতে সাহায্য করে কিনা তার একটি আনুমানভিত্তিক পরিমাপ। বিশ্বব্যাংকের মতে, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে প্রাক-অতিমারী শিখন দারিদ্র্যের হার ২০১৯ সালে ছিল ৫৩ শতাংশ। এই হিসাব করা হয়েছে প্রাপ্ত জাতীয় তথ্য ব্যবহার করে। বাংলাদেশের জন্য এই হার ধরা হয়েছিল ৫৬ শতাংশ, অর্থাৎ ১০ বছর বয়সী প্রতি একশ জন শিশুর মধ্যে ৫৬ জন বাংলায় একটি সাধারণ গল্প পড়তে ও বুঝতে পারে না। এটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ফলাফলের সঙ্গে মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ (কিন্তু, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার যে উচ্চ পাসের হার তার সঙ্গে এই তথ্য মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়)।

বিশ্বব্যাংক, ইউনিসেফ এবং ইউনেস্কো অনুমান করেছে যে, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে শিখন দারিদ্র্যের হার "স্কুল বন্ধ থাকার সময় শিক্ষার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে দূর-শিক্ষণের অকার্যকারিতার কারণে ৭০ শতাংশে পৌঁছে যেতে পারে।" বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদদের মতে, অতিমারী আক্রান্ত শিক্ষার্থীরা অতিমারীর সময়ের শিখন ক্ষতির কারণে আগের সময়ের চাইতে কম উপার্জন করবে। এই শিক্ষার্থীরা এখন বর্তমান মূল্যে জীবনকালের উপার্জনে ১৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। ধারণা করা হয়েছিল ২০২০ সালের আগে এই ক্ষতি ছিল ১০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংক তখন আশা করেছিল যে, অতিমারী শীঘ্রই শেষ হবে বা হ্রাস পাবে।

শিখন ক্ষতি এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি নিয়ে ওপরে যে সংখ্যাগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে তা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ক্ষতি, মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব, এই প্রতিকূলতাগুলো কাটিয়ে উঠতে যে সংগ্রাম, জীবনের এবং শিক্ষাগত কর্মক্ষমতার ওপর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অতিমারীতে শিক্ষা ব্যবস্থা

কীভাবে সাড়া দিয়েছে, কীভাবে এগুলো চালানো হয়েছে এবং এই পদক্ষেপগুলো কীভাবে কাজ করেছে তা থেকে শিখন এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণগত অনুমানের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলোর গভীরতাকে আরও ভালোভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে।

৩. পুনরুদ্ধারের দিকে মনোযোগ দেওয়া এবং একটি প্রজন্মের ঝুঁকি এড়াতে প্রতিকারমূলক পরিকল্পনা অপরিহার্য

স্কুল পুনরায় খোলার সঙ্গে সঙ্গে আগের মতো স্বাভাবিকভাবে কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা থাকতে পারে। মনে হতে পারে যে, একবার শিশুরা ক্লাসরুমে ফিরে গেলে তাদের শিখন শীঘ্রই আগের ধারায় ফিরে আসবে। তবে এই ধারণাটিতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। যদি শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধারের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে আজকের প্রজন্মের শিশু ও তরুণদের জন্য এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়বে। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে এবং অতিমারীর অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্কুলগুলো খোলা রাখার পরিকল্পনা করতে হবে।

স্কুলগুলো পুনরায় সম্পূর্ণরূপে খুলে দেওয়ার পর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্কুলগুলো যখন সম্পূর্ণ খোলা থাকে তখন যেভাবে স্কুল চলত, যে সিলেবাস অনুসারে পাঠ দেওয়া হতো, প্রাক-কোভিড রুটিনে ফিরে গিয়ে পুরানো এই ধারা ও পরীক্ষার রুটিন কি অনুসরণ করা হবে, নাকি শিক্ষার্থীরা তাদের শিখন স্তরে কোথায় অবস্থান করছে তা চিহ্নিত করে 'স্বাভাবিক' লেখাপড়া শুরু হওয়ার আগে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধার করতে তাদের সাহায্য করার পথ খুঁজে বের করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হবে?

শিখন ক্ষতি যেন স্থায়ী হয়ে না যায় বা স্কুল পুনরায় খোলার পরেও শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠগুলো যথাযথ অনুসরণ করতে না পারার কারণে সেই ক্ষতিগুলো যেন আরও বাড়তে না থাকে এ জন্য শিখন ক্ষতি পূরণ করার দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা যেন বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যায় সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও ন্যায্যতা, বৈষম্যহীন, দক্ষ এবং নমনীয়তার প্রয়োজনীয়তা 'কোভিড-১৯' পূর্ববর্তী সময়েও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল, এখন এই চাহিদা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। শিখন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম এমন হতে হবে যা ন্যায্যতার নিশ্চয়তা বিধানে এবং চলমান বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, বিশ্বব্যাংক এবং নোবেল বিজয়ী অভিজিৎ ব্যানার্জি সতর্ক করেছেন যদি নীতি-নির্ধারকেরা শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা (বিশেষ করে প্রান্তিক গোষ্ঠীর) পূরণ করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে দ্রুত সাড়া না দেন, তাহলে একটি 'প্রজন্ম সংকট'-এর মুখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সকল অংশীজনদের সঙ্গে নিয়ে দ্রুত কার্যকর পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।

সুপারিশসমূহ

শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য তাদের শিখন দক্ষতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো প্রস্তাব করা হচ্ছে:

১. স্কুল খোলা এবং সেগুলো খোলা রাখার কৌশল- স্কুল বন্ধের কারণে শিক্ষা, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানসিক ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব, শ্রেণিকক্ষে সরাসরি শিক্ষার বিকল্প হিসেবে দূর-শিক্ষণের কৌশলগুলোর অপ্রতুলতা বিবেচনা করে এটা স্পষ্ট যে, এখনই স্কুলগুলো পুরোপুরি চালু করা প্রয়োজন। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, স্থানীয়ভাবে সংক্রমণ কমানোর কৌশল থাকলে, স্কুলগুলো কমিউনিটিতে সংক্রমণের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয় না। স্কুল সেখানকার কর্মীদের জন্য উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাও নয়। আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, টিকা কোভিড সংক্রান্ত সংক্রমণ, হাসপাতালে ভর্তি এবং কোভিডের কারণে মৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণ করে। শিক্ষক, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। এছাড়াও, মানসম্পন্ন মাস্কের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং সঠিক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করার মতো প্রশমনকারী পদক্ষেপগুলোর একটি সম্মিলিত প্রয়াসকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

২. শিখন পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা এবং স্কুল ক্যালেন্ডারের পুনর্বিবেচনা- শিখন পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা অবশ্যই জরুরিভাবে গ্রহণ করা উচিত। বর্তমান বছরের বাইরেও এক বা দুই বছরের শিখন পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত এবং তা জরুরিভিত্তিতে বাস্তবায়ন শুরু করা যেতে পারে। এটাকে শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধারের জরুরি ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা দরকার। শিখন পুনরুদ্ধার পরিকল্পনায় যা বিবেচনা করা যেতে পারে-

- শ্রেণিভিত্তিক মূল দক্ষতা মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, যেখানে প্রাথমিক স্তরে বাংলা ও গণিত এবং মাধ্যমিক স্তরে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়গুলো বিবেচনা করা;
- এক বছরের মধ্যে শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতার মূল্যায়ন করে ৩টি গ্রেড স্তরে গ্রুপিং করা এবং আগামী বছরের মধ্যে শ্রেণিভিত্তিক ন্যূনতম স্তরে উন্নীত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য সহজতর টুলস্ তৈরি করা, যার মাধ্যমে তাদের মূল্যায়নের পাশাপাশি দক্ষতাভিত্তিক দল গঠন করা এবং শিক্ষকদের জন্য পাঠদানের নির্দেশিকা বা গাইড-লাইন তৈরি করা;
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকদের সহায়তা করা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেওয়া;

- শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধারে লক্ষ্যে দ্রুত সাক্ষরতা ও গণিতের দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য টুলস্ তৈরি করা এবং শিক্ষকদের পাঠ প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত সহযোগিতা করা;
- শিখন পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বর্তমান স্কুল-বছর বা স্কুল ক্যালেন্ডার আগামী জুন পর্যন্ত বাড়ানো এবং সেপ্টেম্বর-জুন চক্রে স্কুল ক্যালেন্ডারের স্থায়ী পরিবর্তনের প্রস্তাব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা।

৩. মৌলিক দক্ষতার ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে শিখন প্রয়োজনীয়তা মেটানো- স্কুল পুনরায় খোলার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের শিখন স্তরের মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর শিখন স্তরের জন্য উপযোগী করা, শিক্ষার্থীদের শিখন ব্যবধানে কমিয়ে আনা ও শিশুদের সাহায্য করার জন্য স্তর অনুসারে দলবদ্ধ করা জরুরি দরকার। প্রাথমিক স্তরে বাংলা এবং গণিত ও মাধ্যমিক স্তরে বাংলা, গণিত, ইংরেজি এবং বিজ্ঞান বিষয়ে মৌলিক দক্ষতার ওপর ফোকাস করা।

৪. সক্ষমতা দল দ্বারা শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা- স্কুল পুনরায় খোলার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের শেখার স্তরের মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাবর্ষের ক্ষতি রোধ করতে বিশেষ পুনরুদ্ধার ক্লাস এবং সাঞ্জস্যপূর্ণ পাঠ পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন করা অপরিহার্য। দলভিত্তিক শিখন ব্যবধান পরিমাপ, বিশেষ পাঠ পরিকল্পনা তৈরি এবং বিতরণ করা দরকার। শিক্ষার্থীদের ক্ষতি পূরণে সহায়তা করার জন্য শিক্ষকদের প্রতিকারমূলক পাঠ এবং উপকরণ প্রদান করা জরুরি।

৫. আর্থিক সহায়তা ও স্কুলে খাবার কার্যক্রমের সম্প্রসারণ- সুবিধাবঞ্চিত এবং নিম্ন-আয়ের পরিবার থেকে শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফিরিয়ে আনতে এবং বাল্য-বিবাহ ও শিশুশ্রম প্রতিরোধ করার জন্য আর্থিক সহায়তা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক পদক্ষেপের সমন্বয়ে একটি কার্যক্রম গড়ে তোলা দরকার। স্থানীয় সরকার ও এনজিওগুলোকে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকতে হবে। এই কার্যক্রম পরিবারের ওপর চাপ কমাতে সাহায্য করবে এবং দুর্বল শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে সাহায্য করবে (দূর-শিক্ষণ) এবং একইভাবে ঝরে পড়ার ঝুঁকি হ্রাস করবে। স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের সম্প্রসারণ এই প্রচেষ্টার একটি অপরিহার্য উপাদান হওয়া উচিত।

৬. মিশ্র শিখন পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ- নিম্ন-প্রযুক্তিগত পদ্ধতি যেমন- ইন্টারেক্টিভ রেডিও, এসএমএস, ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স, সাধারণ ফোনে চলে এমন অফলাইন অ্যাপ, সেই সঙ্গে অভিযোজিত প্রযুক্তিগুলো নিয়ে একটি মিশ্র পদ্ধতি গড়ে তোলা উচিত, যা শ্রেণিকক্ষের নির্দেশনা এবং দূরবর্তী শিক্ষাকে একত্রিত ও সংযুক্ত করবে। দীর্ঘ দিন স্কুল বন্ধের সময়

দূর-শিক্ষণের অভিজ্ঞতার পরে দেশের সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এখন একটি মিশ্র পদ্ধতির প্রবর্তন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তুত। সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের এর আওতায় নিয়ে এসে সংযোগ, ডিভাইস, 'হটস্পট' এবং পরিসেবা সহায়তা দিয়ে প্রযুক্তিকে কার্যকর রাখতে একটি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রয়োজন। এখন যেসব কার্যক্রম চলমান সেগুলোকে এই উদ্যোগের সঙ্গে একীভূত করা যেতে পারে।

৭. পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার জন্য অর্থায়ন- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেটে পুনরুদ্ধার এবং প্রতিকারমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা দরকার। সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলো সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। এই সহায়তার ভিত্তি হবে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজ করা স্থানীয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার চাহিদার স্থানীয় মূল্যায়নের ভিত্তিতে। সহায়তার মধ্যে শিক্ষকদের প্রণোদনা, স্কুল বাজেট সহায়তা, এনজিওর সঙ্গে কাজ করা, বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক নিয়োগ। স্থানীয় ওয়ার্কিং গ্রুপের সঙ্গে কাজ করে কিন্তু এমপিওভুক্ত নয় এমন বেসরকারি স্কুলগুলোকে সহায়তা করার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত সূত্র তৈরি করা উচিত।

৮. শিক্ষণ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার কার্যক্রম ধীর গতিতে রাখা- NCTB, NAPE, NAEM, অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বোর্ডগুলোকে পুনরুদ্ধার এবং প্রতিকারমূলক পরিকল্পনার প্রতি তাদের পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। চলমান অন্যান্য কার্যক্রমগুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই 'শিখন পুনরুদ্ধার' এর বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। নতুন বা চলমান পরিকল্পনাগুলোতে তাদের নির্ধারিত কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের পাশাপাশি অতিমারীর কারণে শিক্ষায় যে ক্ষতি বিশেষ করে শিখন ঘাটতির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তা পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে অতিরিক্ত দু/একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে পাঠ্যক্রম সংস্কারের উদ্যোগটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন নতুন পাঠ্যক্রম পাইলটিংসহ পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমে শিখন পুনরুদ্ধারের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

৯. পুনরুদ্ধার এবং প্রতিকারমূলক পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকৃত এবং অংশগ্রহণমূলক বাস্তবায়ন- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রতিটি উপজেলা এবং ইউনিয়নে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা, যাতে শিক্ষাকর্মী, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত এনজিও এবং শিক্ষক সংগঠনগুলো পুনরুদ্ধার ও প্রতিকারমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেন।

১০. শিক্ষাকে আরও উন্নত করার জন্য একটি সামাজিক নিবিড় সংযোগ তৈরি করতে এনজিও এবং সুশীল সমাজের সঙ্গে অংশীদারিত্ব- সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে জনসাধারণ, এমনকি অভিভাবক এবং শিক্ষকদের নিকট পর্যাপ্ত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু এই বোঝাপড়ার উদ্যোগগুলো সফল বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য। সিভিল সোসাইটি সংস্থাগুলো, বিশেষ করে শিক্ষা নিয়ে নাগরিক প্ল্যাটর্ম হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযান সচেতনতা বৃদ্ধিতে, জনসাধারণের সমর্থন জোগাড় করতে এবং শিক্ষার জন্য একটি সামাজিক নিবিড় সংযোগ তৈরিতে অবদান রাখতে পারে। এই প্রয়োজনকে নীতিনির্ধারকদের স্বীকৃতি দিতে হবে, সমর্থন করতে হবে এবং এতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

গবেষণায় যারা বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত

ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমদ[১]

ড. মনজুর আহমদ[১,৩]

চৌধুরী মুফাদ আহমেদ[২,৩]

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ[২,৩]

জসিমউদ্দিন আহমেদ[২]

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ[২]

রমিজ আহমেদ[২]

তাহ্‌সিনা আহমেদ[২]

ড. অধ্যাপক কাজী সালেহ্ আহমেদ[১]

অধ্যাপক শফি আহমেদ[১]

ড. মোহাম্মদ তারিক আহসান[২]

মাহমুদা আক্তার[২]

শিরীন আকতার[২]

সৈয়দা তাহ্‌মিনা আকতার[২]

মোঃ মুরশীদ আক্তার[২]

এবিএম খোরশেদ আলম[২]

খন্দকার জহিরুল আলম[২]

ড. মাহ্‌মুদুল আলম[২]

অধ্যাপক মোঃ শফিউল আলম[২]

অধ্যাপক এস. এম. নূরুল আলম[১,৩]

কাজী রফিকুল আলম[১]

খন্দকার সাখাওয়াত আলী[২]

অধ্যাপক মুহম্মদ আলী[২]

ড. সৈয়দ সাদ আন্দালিব[১]

মোহাম্মদ নিয়াজ আসাদউল্লাহ[১]

ড. মো: আসাদুজ্জামান[১]

অধ্যাপক ড. শফিউল আজম[২]

অধ্যাপক আবদুল বায়েস[১]

ড. আনোয়ারা বেগম[২,৩]
অধ্যাপক হান্নানা বেগম[২]
ড. মোসাম্মদ ফাহমিদা বেগম[২]
ফিলিপ বিশ্বাস[৩]
রাশেদা কে. চৌধূরী[১,৩,৫]
জীবন কে. চৌধুরী[২]
ড. আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী[১,৩,৫]
ড. মাহবুব এলাহী চৌধুরী[১]
হরিপদ দাশ[২]
তপন কুমার দাশ[৩]
সুব্রত এস ধর[১]
ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন[১]
এস এ হাসান আল-ফারুক[২]
মোঃ ফসিউল্লাহ[২]
জ্যোতি এফ. গমেজ[১]
শ্যামল কান্তি ঘোষ[১]
মোঃ আহসান হাবিব[২]
কাজী রায়হান জামিল[২]
ড. মো. ফজলুল করিম চৌধুরী[১]
অধ্যাপক মুহাম্মদ নাজমুল হক[২]
জাকি হাসান[১]
সামসে আরা হাসান[১]
ড. এম. সামছুল হক[২]
কে. এম. এনামুল হক[২,৩]
মেঃ আমির হোসেন[১]
মোঃ আলমগীর হোসেন[২]
ইকবাল হোসেন[২,৩]
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন[২]
অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহাদাত হোসেন[১,৩,৪]

ড. এম. আনোয়ারুল হক[১]
মোঃ আবদুল হামিদ[১]
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম[১]
মোহাম্মদ তানভিরুল ইসলাম[৩]
অধ্যাপক মো: রিয়াজুল ইসলাম[২]
ড. মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম[২]
ড. শফিকুল ইসলাম[২,৩]
রওশন জাহান[১]
জসীম উদ্দীন কবির[২]
ড. আহমেদ–আল–কবির[১]
মো: হুমায়ূন কবির[১]
নুরুল ইসলাম খান[২]
অধ্যাপক ড. বরকত-ই-খুদা[১]
অধ্যাপক মাহ্‌ফুজা খানম[১]
ড. ফাহমিদা খাতুন[১]
তমো হোজুমি[১]
তালাত মাহমুদ[২]
ইরাম মরিয়ম[২]
ড. আহমদুল্যাহ মিয়া[২]
মোহাম্মদ মহসিন[২,৩]
ড. মোস্তফা কে. মুজেরী[১]
অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মোর্শেদ[১]
ড. গোলাম মোস্তফা[২]
ড. কে এ এস মুরশীদ[১]
সমীর রঞ্জন নাথ[২]
এ.এইচ.এম নোমান[৩]
অধ্যাপক ড. একেএম নুরুন নবী[১]
ব্রাদার লিও জেমস্ পেরেইরা[২]
ফিলিপ বিশ্বাস[৩]

অন্নো ভ্যান মানেন[২]
মো: কামরুজ্জামান[২]
মোঃ আবদুর রফিক[২]
কাজী ফজলুর রহমান[১]
জওশন আরা রহমান[১]
ড. এম. এহছানুর রহমান[২,৩]
নাদিয়া রশিদ[৩]
বজলে মোস্তফা রাজী[৩]
অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান[১]
ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান[২,৩]
ড. ছিদ্দিকুর রহমান[২]
এ. এন. রাশেদা[১]
তালেয়া রেহমান[১]
গৌতম রায়[২]
জিয়া-উস-সবুর[২]
অধ্যাপক রেহমান সোবহান[১]
ড. নিতাই চন্দ্র সুত্রধর[১]
মোশাররফ হোসেন তানসেন[২]
মোহাম্মদ মুনতাসিম তানভীর[২]

---

১. উপদেষ্টা বোর্ড সদস্য
২. কর্মদল সদস্য
৩. টেকনিক্যাল টিম সদস্য
৪. গবেষক দলের সদস্য
৫. রিভিউ টিম সদস্য

Overview

Education Watch 2021

Learning Recovery

Timely Vaccination

Safe Return to Schools

Health & Safety Measures

Teacher Support

Covid-19 Education Response

To Recover and Build Better

www.campebd.org

Published by
Campaign for Popular Education (CAMPE)

Education Watch 2021

Covid-19 Education Response
To Recover and Build Better

Overview of the Main Report

Manzoor Ahmed
Mostafizur Rahaman
Syed Shahadat Hossain
Ghiasuddin Ahmed
Mohammad Nure Alam

May 2022

Campaign for Popular Education (CAMPE)
www.campebd.org

Funded by
the European Union

First Edition
May 2022

Copyright © Campaign for Popular Education (CAMPE)

Cover design
A.H. Sagar

ISBN: 978-984-35-2573-4

Photograph
Internet/Jugantor

Published by
Campaign for Popular Education (CAMPE)
5/14 Humayun Road, Mohammadpur
Dhaka – 1207, Bangladesh
Phone: + 88-02-41022752-6
E-mail: info@campebd.org
Website: www.camprbd.org
Facebook: facebook.com/campebd
Twitter: twitter.com/campebd

Printing
Evergreen Printing & Packaging

Dedication

Education Watch Report 2021 is dedicated to the People of Bangladesh including teachers, parents and education rights campaigners who lost their lives due to COVID-19.

1. Background and Objectives

Schools have now re-opened, and at the end of the Ramadan holidays, regular school hours are expected to resume. The excellent progress made in vaccinating post-primary age children makes it possible to re-start schools in relative safety. However, measures for health and safety still have to be maintained. The critical question is when the schools are fully open. What exactly has to be done in school – go back to the regular pre-Coved routine of giving lessons by the syllabus and follow the exam routine? Or there is a need to assess where the students stand regarding their learning level and readiness and what should be done to help them recover the losses through remedial action before 'normal' instruction can begin? In other words, should the focus now be on a time-bound learning recovery and remedial plan?

The APSC data for 2021 shows that compared to 2020, there has been a decrease of 1.5 million children and a reduction of over 14,000 non-government primary schools, which are mostly privately managed kindergarten schools. However, the statistics for the latest situation at the beginning of 2022 are yet to be available for primary, secondary, and tertiary levels, gauging the impact of the pandemic.

The objectives of Education Watch 2021 are to:

a) Provide an update on the situation of the students, their families and their teachers;

b) Look at how the learning was proceeding after the schools re-opened and how students and teachers were doing in terms of teaching-learning and mental and physical well-being;

c) Examine the longer-term change that may be initiated in the system in respect of addressing disparities and quality of instruction as well as enhancing student and school resilience in the face of emergencies.

2. Methodology, Sampling, Significance and Limitations

A purposive sample of sufficient size representing 8 Divisions of the country of students, teachers, parents/school committees, education officials, and local NGO personnel were the sources of primary data. The sample of respondents comprised students from primary and secondary levels at grades 4/5 and grades 8/9 respectively equally divided by gender. Other respondents were teachers, parents, SMCs, education officials at the Upazila and District levels, local NGO personnel involved in education and instructors/teacher of Technical and Vocational Education Institutions.

The total respondent number was 3,557. Among them, 1,748 were students from primary and secondary schools; 606 teachers, 712 parents, 64 Education Officials, 25 NGO officials involved in implementing education projects, 55 TVET Instructors, and 202 other respondents including Health Officials, Local Administration, Local Government Representatives, Religious Leaders, and retired officials interested in their community's education as FGD participants.

Significance of the study and its audience

The study examines the nature and effects of the prolonged cessation of learning for children: the current status of learning and well-being of children as well as the well-being of their families and teachers; safe re-opening of schools; recovering learning loss; and lessons for the future from the current experience to tackle pre-existing problems aggravated by the pandemic. The potential users of the study are expected to be wide-ranging including government officials, students, teachers, parents, academics, NGOs and development partners.

Limitations of the Study

The study is subject to several limitations in respect of its scope, coverage and methodology

a) It is limited to formal public-school education;

b) The research questions focused on the current pandemic-related issues rather than the overall operations of the public-school system;

c) The research methodology relied on a phone-based survey with its limitations; and

d) The time frame of the study was dictated by the urgency of the research problem.

The layout of the Volume

The report is divided into three parts in addition to the front matter and a summary overview. Following the introductory chapter, chapter 2 presents the findings from the stakeholder survey. Chapter 3 provides conclusions and recommendations.

3. Main Findings from the stakeholder survey

The survey of stakeholders collected information and reports the findings on chapter two on:

a) School re-opening status and health and safety measures in place,

b) Learning recovery measures as understood and practised in schools;

c) Support for teachers and problems they perceive;

d) Ideas and suggestions for medium and longer-term actions, especially in respect of pre-existing deficits have been aggravated further by the pandemic; and

e) TVET Challenges.

A. School Re-opening and health and safety measures

Return to school

According to responses from parents and students in the sample, 97 to 99% of the students have returned to school in rural, urban and peri-urban areas, except in city slums, where the return rate was 90%. Parents mentioned that they knew in their neighbourhoods of children who did not return to school - 3 to 5% of parents overall, except about 14% in city slums, mentioned knowing such cases. Also, 7 to 20 percent of the respondents mentioned that they knew of friends or relatives who moved to Quawmi madrasa during the pandemic closure and remained there.

Hygiene and safety in school

The survey indicates that a high proportion of stakeholders responded positively and expressed satisfaction with measures taken for protecting the health and safety of students and teachers. Ninety-six and 97% of teachers respectively from primary school and secondary schools were satisfied with the health and safety management at school. The level of satisfaction was lower in city slums with a 91% positive response (figure a1).

Figure a1. Satisfaction level about the health care management at school

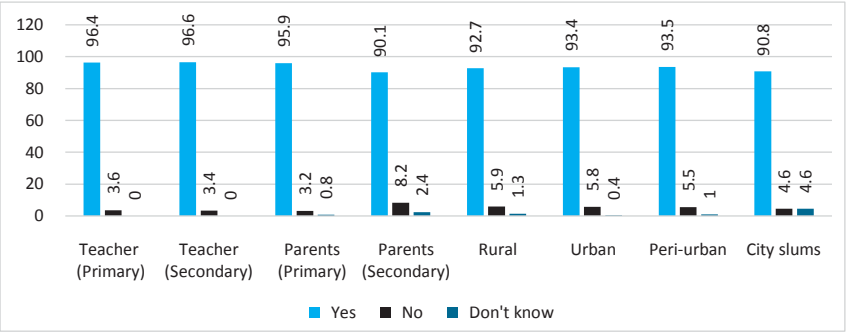

Students responded that 16% at the primary level and 17% at the secondary level felt anxiety and fear about the pandemic and how this might affect their health, well-being and study.

There is a degree of ambivalence about the situation regarding health and safety measures in schools as preventive and protective actions. Instruction and guidelines were provided by authorities, which schools attempted to follow. When asked about the situation the response was that it was satisfactory (i.e., the instructions were being followed and they tried to do a good job). But when the resource availability for carrying out the guidelines was probed, many were of the view that funding was insufficient. In the same vein, when asked about how the situation could be improved, many ideas and suggestions emerged, which suggest that the prevailing state of affairs had much room for improvement (noted below).

Suggestions for health and safety improvement

A range of ideas was offered by teachers, education officials and school committee members about improving the management of health and safety measures at school. Ensuring and enforcing the safety rules such as mask-wearing and hand-washing were emphasized by teachers. Officials proposed raising health awareness and increased monitoring and supervision. More of the School Committee Members proposed budget provisions and enforcement of rules. *It is interesting that almost two-thirds of teachers and a similar proportion of SMC members were not willing to offer any suggestions (Table a1). Working together and coordination between education and health authorities and involvement of NGOs and community organizations were not mentioned.*

Table: a1. Sugegstions about school-level health and safety management

Level	*Types of opinions*					
	1	2	3	4	5	6
Teacher (Primary)	6.5	14.4	4.5	7.3	65	12.3
Teacher (Secondary)	7	8.2	8.5	11.4	65	8.9
Upazila Primary Education Officer	10.3	17.2	27.6	26.8	10.3	14.3
Upazila Secondary Education Officer	15.8	10.5	9.3	36.8	26.3	9.5
District Primary Education Officers	10	0	30	10	60	0
District Secondary Education Officers	20	20	80	0	0	0
SMC - Primary	22.1	16.2	11.8	5.9	38.2	11.8
SMC – Secondary	8.2	6.8	12.3	8.2	64.4	3.8

1. *Increase budget allocation for health and safety*
2. *Ensure wearing mask, washing hand and using sanitizer*
3. *Increase health-awareness among teachers, students and guardians*
4. *Increase health management monitoring and supervision*
5. *No comments*
6. *Others*

B. Learning Recovery Plan and Implementation

Questions were asked about students' study practices at home, help received by students in study, how lessons began when school re-opened after the long closure, assessment of students' learning level and learning readiness, students' device use patterns and duration of 'screen-time', and the burden on families to assist their children on learning loss.

Study at home and help received

- 41.8% of the students from primary schools said that parents helped them most, for 20.6% older siblings provided the help, and 17.5% studied on their own. Almost 16% went to private tutors and 2.4% received neighbours' help.
- About 19% of secondary students received help from parents, a similar proportion was helped by siblings, almost 24 percent went to private tutors and the largest proportion, almost 36% said they studied on their own.
- Overall, according to parent's perception, the largest proportion of students (primary and secondary combined) received private tutoring at 28.5%, the next category was those receiving help from parents, and almost a quarter studied on their own (figure b1)

Figure: b1. Who help students most in study at home?

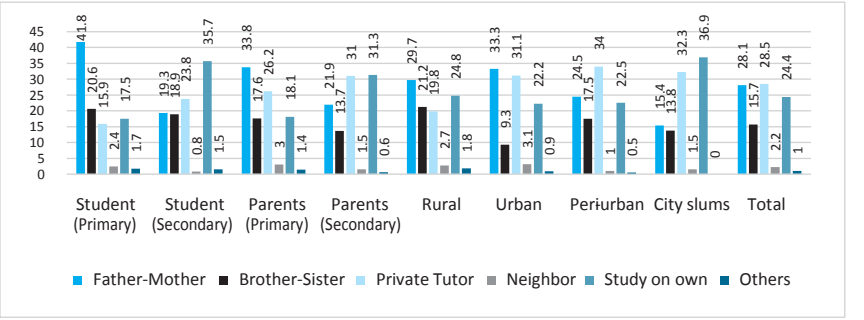

It can be seen that there is some discrepancy between parents' perceptions about help received by their children and the latter's own views. The pattern, however, was similar. These results suggest that the numbers derived from opinion surveys of different stakeholders on the same question have to be taken as indicative of the pattern rather than as precise measures.

How school lessons began after re-opening

The study found that about half of the respondents, consisting of primary and secondary students and teachers, confirmed that, as school re-opened, lessons began from the first chapter of the

textbook for the grade and the subject, although schools opened in September, the last quarter of the academic year. More than a quarter (28%) mentioned that they followed government instructions (it was not clear exactly what instructions were there or followed). About 11% of teachers or schools exercised their discretion and started lessons from somewhere in the middle when the schools opened in the third quarter of the school year. Over 10 % mentioned that they started lessons from the end of distance learning lessons for the grade and the subject. Overall, according to parent respondents, about 28% mentioned that there was an effort to review last year's lessons before starting lessons for the grade (figure b2.a and b2.b).

Figure: b2.a Where did lessons begin at re-opening of schools? Student views

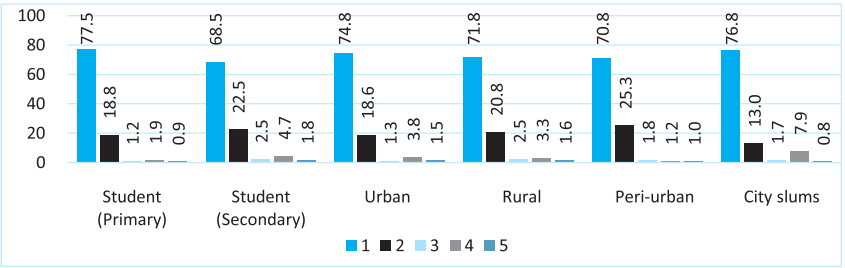

1. First chapter;
2. From any chapter in the middle;
3. After discussing last year's lesson;
4. From the end of distance learning classes;
5. Ohers (e.g. short syllabus, as pre govt. instruction)

Figure: b2.b Where did lessons begin at re-opening of schools? Teacher views

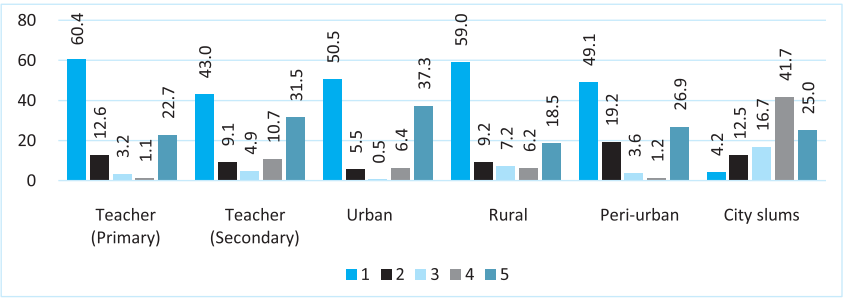

1. First chapter;
2. From any chapter in the middle;
3. After discussing last year's lesson;
4. From the end of distance learning classes;
5. Ohers (e.g. short syllabus, as pre govt. instruction)

It appears that in the absence of specific guidelines and orientation, teachers and schools used their discretion about how to begin lessons when school re-opened.

Assessing students' grade level preparedness for lessons

- About 40% of students from the primary school said that some subjects were tested after the re-opening of the schools, and 9% said that all subjects have been tested. More then 4% of students indicated that teachers formed groups in class according to the test results.
- 44% of the students from the secondary school said that some subjects were tested, whereas 2% reported teachers' formation of groups in class according to the tested results.
- On the other hand, 62 % of teachers from primary school and 70% of secondary teachers said some subjects were tested, while 4 to 5% reported the formation of ability groups in class.

The varying responses of teachers and students suggest that there was no specific guidance or tools for assessing students' grade preparedness for lessons. Mention was made of the grouping of students for instruction by ability level only by a small proportion of respondents ranging from 2 to 5% (figure b3).

Figure:b3. Assessment of students' grade level preparedness

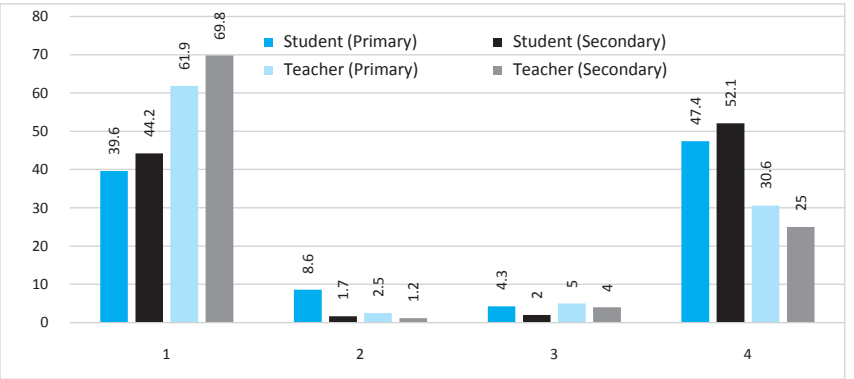

(1) Some subjects have been tested;
(2) All subjects have been tested;
(3) Formation of the group according to the tested results;
(4) No test was taken.

Children's 'screentime' addiction

The lives of many children and adolescents today are influenced by new technological devices, including smartphones, tablets and laptops. The COVID-19 pandemic is likely to have exacerbated this trend. Overall 12% of the parents said that their school-going children had been addicted to smartphones or computer games, spending up to 8-9 hours on screen, since the school closed due to the COVID-19 pandemic.

- Nineteen percent of parent respondents from the secondary school said that their school-going child was addicted to smartphones or computer games, whereas it was 6% for primary students.
- However, 28% of parent respondents from city slum areas mentioned their children were addicted to games, compared to 12% for urban areas, 10% for rural areas and 9% for peri-urban areas (figure b4).

Figure: b4. Student addiction to digital games and social media

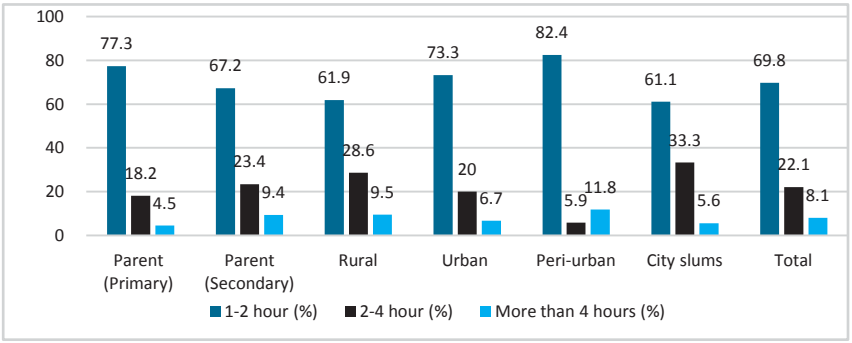

The penetration of digital technology and devices have spread widely and far. More than half of students at the secondary level make use of smartphones connected to the internet and other digital devices for learning purposes, though it was not clear how regularly and systematically. A relatively small proportion so far, possibly more among the affluent families could be considered, in 'addiction'. At the primary level, the reliance has been greater on TV and radio broadcasts of lessons (figure b5).

Figure: b5. Medium/device used for distance and on-line learning

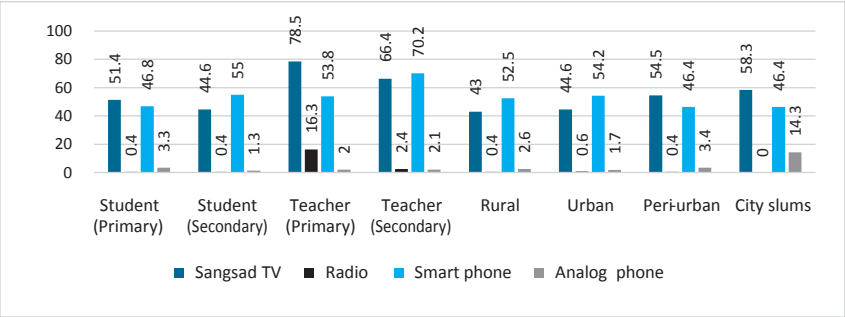

Mid-day school meal

Ninety-six percent of teachers from primary school and 95% of secondary teachers supported midday meals for all students.

- Parents were somewhat hesitant about the programme's rapid expansion for all, but 78% of parents from secondary schools and 77% from primary schools supported the idea.
- Ninety-one percent of respondents from secondary school SMCs and 88% of primary school SMCs were in favour of wider mid-day school meal coverage to encourage and facilitate children's school participation.

There was strong support for continuing and expanding mid-day meals for all students.

Suggestions regarding learning recovery actions

As noted, instruction, guidance and tools for assessing student preparedness for their grade level lessons were not provided to schools and teachers. The survey tried to explore whether specific actions would be considered useful for assessing and assisting the recovery of learning losses.

- 90% of respondents from Upazila Primary Education Officers support the reduction of examinations compared to the past, while 100% of respondents from Upazila Secondary Education Officers had the same view.

- Almost all respondents from Upazila Primary Education Officer and Upazila Secondary Education Officer proposed giving home assignments and reviewing these by teachers, some also proposed indicating to students' distance learning materials' links with school lessons by teachers.
- Ninety-six percent of students from secondary schools and 92% from primary schools supported reduced frequency of examinations compared to the past, while 82 of students from secondary school and 78% from primary schools supported giving home assignments with feedback from teachers.

The views expressed appear to support conventional activities rather than specific actions such as assessing students' grade-level preparedness in foundational skills and ability grouping to help students catch up with the deficits.

Family's actions

- Eighty four percentage of parents from secondary schools employed private tutors/teachers for their children, whereas 80% of parents from primary schools did so.
- Fifty-eight percent of students from the primary school said that their parents or siblings spent more time than before helping with studying, while this was the case for 36.5% of secondary students.
- Only a quarter of parents from city-slum areas admitted their children to a coaching centre, 26% at the primary level and 24% at the secondary level.

Seeking the help of private tutors was the most common response of families to compensate for learning losses. There was a difference in perceptions of students and parents about it. About a fifth of the students, 19% from the secondary school, and one in eight, 12% at the primary level said their families didn't take any initiative to help them to recover from learning loss. Almost all parents of students at the primary level and 96% at the secondary level said they tried to help (figure b6).

Figure: b6. Family actions to compensate for learning loss

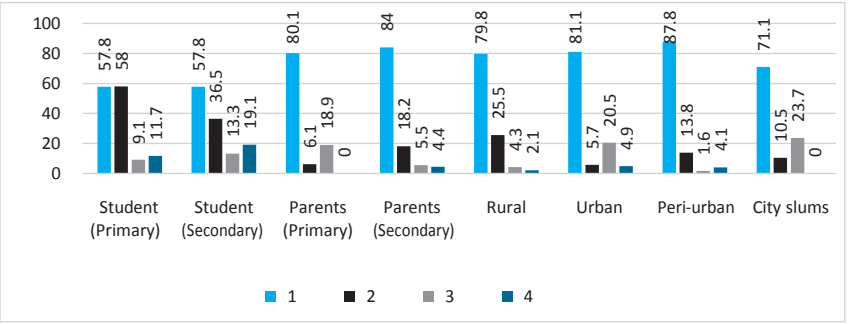

1. Appoint private tutor
2. Admited in chochingcentre
3. Parents or siblings spent more time than before helping with studying
4. Others

Suggestions for learning loss recovery actions

Parents, teachers and education officials were asked about their ideas and views on actions that could be taken to help children cope with the learning losses from the prolonged school closure after school re-opened. The suggestions offered to the open-ended question are shown in tables b1a, b1b and b1c.

Table: b1a. Parent's sugegstions on recovery actions

	1	2	3	4	5	6
Parents (Primary)	31.6	9.7	5.3	1.9	2.0	54.8
Parents (Secondary)	27.2	16.8	3.4	2.8	3.9	51.7

1. School to be fully open for all classes
2. To provide extra classes
3. Giving more assignments to students
4. Increasing home work
5. Others (more teacher-student contact, etc)
6. No comments

Table: b1b. Teachers'suggestions on recovery actions

	1	2	3	4	5	6	7
Teacher - Primary	40.3	18.7	1.8	8.6	4.3	28.4	10.7
Teacher - Secondary	37.2	15.2	3.7	6.1	6.7	29.9	8.5

1. Arrange regular classes
2. Arrange extra classes
3. Arrange training for teachers
4. Build awareness among teachers and guardians
5. Hold regular class test, assessment and assignment
6. No comments
7. Others (Syllabus needs to be shorter, Implement govt. plan, etc.)

Table: b1c. Education Officals' suggestions on recovery action

	1	2	3	4	5	6	7
Upazila Primary Education Officers	30.0	13.3	26.7	3.3	26.7	13.3	10.0
Upazila Secondary Education Officers	31.6	21.1	47.4	21.1	21.1	14.3	10.3
District Primary Education Officers	30.0	20.0	10.0	20.0	20.0	10.0	15.0
District Secondary Education Officers	40.0	40.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0

1. Need to start and continue regular classes
2. Continue regular class tests and home assignment
3. Arrange extra classes
4. Provide remuneration to teachers for extra classes
5. Emphasis should be placed on online classes and education
6. Prepare a short syllabus and
7. Others (Increase awareness among all stakeholders, recruit para teachers)

- More than half of the parents of primary and secondary schools had no suggestions.
- About a quarter to one third of parents proposed that the most important action was to keep school fully open and operational.
- About 10 to 17 percent of parents suggested extra lessons and classes be arranged from school. Some also emphasized more assignments and homework (table b1a.)

Thirty percent of teachers from secondary schools and 28% of teachers from primary schools had no recommendations or suggestions for learning loss recovery.

- Of those who made suggestions, 40% of teachers from primary schools recommended continuing regular physical classes, 19% suggested arranging extra classes and 9 % spoke about building awareness among the teachers, guardians, and students.
- At the secondary level, 37% of teachers recommended continuing regular physical classes, 15% suggested arranging extra classes and 7% endorsed regular class tests, assessments and assignments.

Interestingly, almost one third of teachers did not offer any suggestions about recouping the learning losses of students. Those who spoke suggested continuing regular activities. A small proportion suggested extra effort in the form of extra lessons to be arranged at school.

All education officials were willing to give their suggestions on learning recovery actions. The majority again emphasized continuing and operating regular school activities well including the lessons, exams and home assignment routine. A small proportion suggested extra remedial classes and extra remuneration for teachers for the extra work.

- Over a quarter, 27%, officials suggested providing remuneration to teachers for extra classes and 27% emphasized continuing online classes for learning loss recovery.
- Almost half, 47% of Upazila Secondary Education Officers recommended arranging extra classes for learning loss recovery, whereas 32% endorsed operating physical classes well and 21% recommended ensuring regular class tests and home assessments. 20% of them suggested providing remuneration to teachers for extra classes.
- Twenty percent of District Primary Education suggested ensuring regular class tests and home assignments, and 20% suggested arranging extra classes.

Family Burden

About a quarter of parents said that they found it to be an extra burden for their family to help children recover from the learning loss. When asked to be specific about the nature of the burden, almost half mentioned either financial strain or mental stress and anxiety. However, the feeling of extra burden was mentioned by 40% of parents in city slums.

Views about the new curriculum reform work

The survey sought the views of teachers and education officials about the curriculum reform initiative. The premise was that the learning recovery activities and their lessons may have implications for curriculum reform, especially, its effective implementation.

A significant proportion of teachers (32% from secondary schools and 25.5% from primary schools) had positive views about the initiative and expected it to be helpful for students. However,

about two-thirds (65% of teachers from primary schools and 61 percent from secondary schools) had no comments about it. A reason may be that they did not have much information so far about the new initiative.

About 5% of teachers from primary schools said that the new curriculum is not a good initiative in view of the implementation difficulties, especially under the current circumstances. At the secondary level, 2.4% of teachers had a similar view.

- Fifty-seven percent of Upazila Secondary Education Officers and 40% of Upazila Primary Education Officers said that they had no idea or comments about the curriculum reform initiative.
- Fifty-three percent of Upazila Primary Educations officers and 47% of Upazila Secondary Education Officers had a positive view and thought it is beneficial for learners. A small proportion mentioned implementation difficulties (table b2).

Table: b2 Upazila Education Officers' views on the curriculum initiative

	1	2	3
Upazila Primary Education Officer	53.3	6.3	40
Upazila Secondary Education Officer	47.4	5.3	47.4

1. Good initiative
2. Difficult to implement the new curriculum
3. No comments

C. Support for Teachers

COVID-19 pandemic and related economic crisis have impacted as much the teachers and their families as the students and the society as a whole. Questions were asked about subject-wise guidelines for teachers to recover from learning loss, physical and mental stress faced by teachers, challenges, devices available at school, and teachers' suggestions about necessary actions.

- Eighty-eight percent of teachers from secondary schools and 85% from primary schools said that there have been no specific subject-wise guidelines for teachers regarding assessing learning loss and overcoming the crisis.

- An overwhelming proportion of Upazila Primary Education Officers and Upazila Secondary Education Officers (63% to 90%) said that there have been no specific subject-wise guidelines for teachers regarding assessing and overcoming the learning loss of students (table c1).

Table: c1. Subject-wise guidelines for teachers and schools to assess the learning loss

Level	Yes	No	Not know
Teacher (Primary)	85.3	13.3	1.4
Teacher (Secondary)	88.1	8.2	3.7
Upazila Primary Education Officer	90	10	0
Upazila Secondary Education Officer	63.2	36.8	0
District Primary Education Officer	90	10	0
District Secondary Education Officer	80	20	0

Asked about orientation or online training teachers may have received for helping students with learning recovery, 57% to 62% at the primary level said there were orientation and instruction and online dissemination of what teachers might do. At the same time, about 30% of teachers and 60% of secondary education officers said that there was no specific orientation or instructions. In the case of Primary Education Officers, 80 to 90% said there were instructions and orientations. *With varying and contradictory responses, it appears reasonable to conclude that there was no specific plan for orientation and guidance of teachers or whatever was done was not effective (table c2). In fact, as noted earlier, there was no specific plan for assessing learning loss and implementing a recovery or remedial plan.*

It was also noted earlier that in the absence of specific guidelines for pedagogy approach and action for learning loss recovery, teachers and schools exercised their discretion. Usually, they began lessons from the beginning of the textbook when schools re-opened, irrespective of the preparedness and level of readiness of students to follow lessons.

Table: c2. Status of orientation /online training for teachers to recover the learning loss

Level	Yes	No	Not know
Teacher (Primary)	62.2	29.5	8.3
Teacher (Secondary)	57	31.1	11.9
Upazila Primary Education Officer	90	10	0
Upazila Secondary Education Officer	63.2	36.8	0
District Primary Education Officer	80	20	0
District Secondary Education Officer	40	60	0

Teachers' physical or mental distress

The survey showed that overall about 30% of teachers from primary and secondary schools had physical or mental distress since the school was closed due to the COVID-19 pandemic. In respect of geography, one-third from urban areas, 31% from peri-urban areas and a quarter of the teachers living in the rural areas were affected by physical or mental distress since the school was closed due to the COVID-19 pandemic.

Challenges faced by teachers after school re-opening

Teachers generally were happy with school re-opening and the majority (63%) said they did not face any special challenge. However, a significant proportion on the whole about one-third, saw challenges in the form of difficulties in bringing back all students to school, motivating students to pay attention to school work, and helping students to recover from learning loss (figure c1).

Figure: c1. Challenges faced by teachers on school re-opening

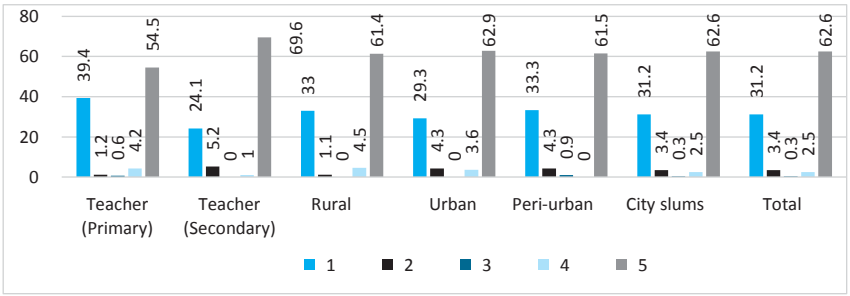

1. Bringing students back to school
2. Inattention of students in their studies
3. Helping recover learning loss
4. Increasing classes and duration
5. There is no challenge

Teacher's suggestions for overcoming their challenges

Overall, about half of the teachers suggested continuing and operating regular classes and assessments/exams – 50% from secondary schools and 39% from primary schools.

- Eighteen percent recommended arranging extra classes and tests, 12% suggested increasing awareness among the guardians, teachers, students and other stakeholders and 9% emphasized attention to teaching quality and diligent teaching.
- In the rural areas, 52% of teachers recommended continuing regular schooling and assessment/exam, while 7% suggested increasing awareness among the guardians, teachers, students and other stakeholders.
- In urban areas, 43% of teachers recommended continuing regular schooling and assessment, and 24% suggested increasing awareness among guardians, teachers and students.
- In city slum areas, 54% of teachers, in contrast to teachers in other locations, recommended arranging extra classes and tests, while 15% recommended attention to holding classes and exams regularly (figure c2).

Figure: c2. Teachers' suggestions for overcoming the challenges

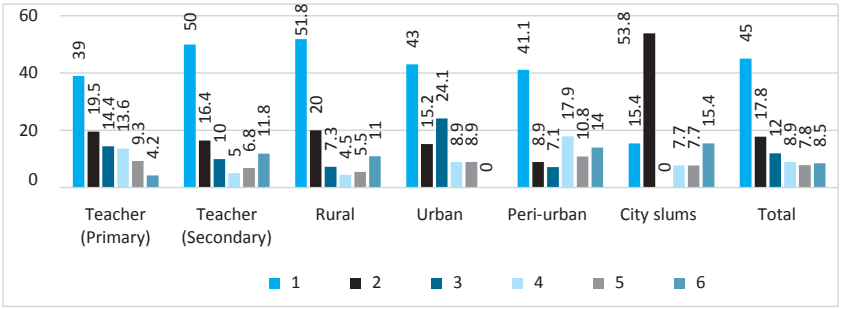

1. Holding regular schooling and exams
2. Arranging extra classes and tests
3. Increasing awareness among guardians, teachers and students
4. Teaching carefully and diligently
5. Starting mid-day school meal
6. Others (Shortened syllabus, recruiting para teacher, etc.)

Availability of devices in schools for distance learning.

The survey findings show that overall 14% of teachers reported that they do not have computer/laptop in their schools, substantially more so in rural schools and city slums (25%).

- Seventy-three percent of teachers from the primary school confirmed that there were 1-3 computers/laptops in school, while 3% of schools had 4-6 and another 3% had 7-10 computers/laptops for teachers and students.
- Forty-four percent of teachers from secondary schools reported 1-3 computers/laptops for teachers/students in school, while 36% reported 10+ computers/laptops in their school.
- There was a marked disparity between rural and urban schools. City slum schools, mostly at the primary level, were also at a disadvantage.

D. Medium and longer-term policy lessons

As schools re-opened, we look to the future with anticipation and expectations for returning not just to the old routine, which was characterized by disparity and many quality challenges, but to a 'new normal' that would help overcome pre-existing problems. The survey posed some questions about overcoming current challenges and building a better system.

What a recovery plan should look like and what should be its duration?

The critical question at this juncture is what should constitute a recovery and remedial plan and what should be the time frame for the recovery phase. In the context of the need for an assessment of students' level of preparedness for gardewise lessons, and remedial activities to improve students' readiness, the question was asked about the duration of a recovery/remedial plan.

- About half of the teachers (53% from the primary level and 44% from the secondary level) recommended thinking of extending the recovery period to 2-3 years beyond the current year. Similar proportions respectively for both levels have suggested even a longer recovery phase of 3 to 4 years.
- Among parents, more than a third of parents of primary and secondary level students also suggested a recovery phase of 2 to 3 years.

- Almost two-thirds of Upazila Education Officers and District Education Officers at both levels of education endorsed the idea of a recovery phase of 3 to 4 years.

The overwhelming support among teachers and education officers for the idea of a recovery and remedial phase of 2-3 years or even longer to help students cope with learning losses is somewhat surprising, especially in view of the fact that no such idea has been discussed or known to be considered by the education authorities and decision-makers. However, this idea has been raised by civil society and by the Education Watch community.

The stakeholders were divided in their views about shifting the school calendar as part of the recovery plan to the September-June cycle and making it permanent, with a slight edge in its favour. Teachers and NGO officials were about evenly divided on the question, parents and SMC were strongly in favour of the idea. Among education officials, secondary level officers were strongly in favour, but the primary level officials at the district and Upazila levels were more hesitant.

If the idea of recovery and remedial plan to bring students to acceptable grade-level competency is taken seriously, more time has to be allowed at the current grade level than permitted in the current school year (barely half a year when school started after Ramadan). An extension of the school year to next June may be a reasonable and necessary option.

Attracting and keeping talent in the education profession

Attracting young talents to the teaching profession is a major challenge around the world. Teaching is mostly not the first occupational choice for graduates. The pandemic, aggravating further the pre-existing educational deficits, draws attention to the need for rethinking teachers and education workers to bring about transformative change in the education system.

In this survey, most of the respondents in all categories (88% - 100%) endorsed the need for measures to attract and keep

talented people in teaching professions (such as a four-year degree program for teacher preparation and creating a national school teaching service corps).

The overwhelming endorsement for new thinking and strategies about attracting and keeping the 'best and the brightest to school teaching suggests a general concern about the teachers' role and performance, and how society and state look upon teaching as a profession. It is also an opportunity to think afresh and act in this respect by policy-makers.

Governance issues

Designing and implementing a medium-term recovery plan affecting the whole education system have important implications for governance and management of the system. These include educational resources and their use, local and school level authority and accountability, and involvement of NGOs, community organisations and civil society

The survey findings revealed that almost all (86% - 100%) respondents from different categories supported much greater decentralization and devolution of authority to local and institutional levels.

- Ninety-two percent of teachers from secondary schools and 90% from primary schools support the idea of decentralized planning, management and financing of school education.
- Ninety-seven percent of Upazila Primary Education Officers and 95% of Upazila Secondary Education Officers endorsed the introduction of decentralized planning, management and financing of school education.
- Ninety-seven percent of SMC members from primary schools and 86% from secondary schools supported decentralized planning, management and financing of school education.

Education Policy 2010 anticipated decentralized planning and management of education with greater responsibility and accountability at the institution level. Articles 59 and 60 of the

Constitution provide for such decentralization with responsibility vested in local elected representatives. What the implications of such a transformative change in education governance would entail and how progress can be made in this direction deserve consideration at the policy-making level of the state. The need to develop and implement an education recovery and remedial plan brings to the fore the pertinence of the issue.

E. TVET Challenges

The sampling design of Education Watch Study 2021 did not generate a sufficient sample of students, teachers, and parents to provide analysis for Technical and Vocational Education and Training (TVET) as part of the overall study. Because of the importance of TVET as part of secondary level educational reform and the government's priority on improving and expanding TVET, the study attempted to look at the effects of the pandemic on TVET learners by identifying TVET teachers in the 24 Upazilas and seeking their views on the situation. Fifty-five TVET teachers/instructors were selected for telephone interviews with a similar questionnaire for general secondary education teachers.

TVET students have faced similar challenges and problems as the general student population at the secondary level. A learning recovery and remedial plan are as relevant and essential for TVET learners as for the other students. The conclusions and recommendations proposed in the next chapter will apply to TVET. Given the specific characteristics of the TVET subsector – particular attention would be appropriate, within the framework of the overall conclusions and recommendations, to particular aspects of TVET. These include:

- Given the importance and growth of the private sector in TVET, it is necessary to look at the financial and other difficulties faced by the private institutions and ways to support them with government initiatives.
- Reforms in the approach and methods for recruiting talented and qualified instructors and trainers in TVET for all institutions – government, government-assisted and private

ones – should include regulatory provisions and incentive structures for all would-be teachers and trainers.

- To develop a strong relationship between the TVET institutions and industry, especially in economic sectors with high growth and export potential, to carry forward the sector-wide approach agenda of technical education and skills development of the government;
- Support the SMEs to continue their operations to regain the losses and involve them in skills development initiatives.
- Introducing the TVET diplomacy for acceptability of skills certification beyond Bangladesh mutual agreement.

There are other policies and strategy issues for TVET, including skills development for the informal economy, where the overwhelming proportion of employment is generated, that have to be considered, which are beyond the scope of this study.

4. Conclusions and Recommendations

A. Conclusions

Based on the findings presented above, a review of government initiatives, and drawing on ongoing education discourse on the pandemic impact of current and longer-term impact on education, three key conclusions are offered. These serve as the backdrop for the recommendations given below.

1. Government initiatives and the need for collaboration of stakeholders

The first rapid response of the government when the pandemic hit the country was to close the schools and shift to the distance learning mode, despite many limitations. Lessons were prepared and broadcast through television learning activities. Four working groups were established to develop remote learning content and roll out lessons through four platforms: Electronic Media Platform, Mobile Platform, Radio Platform and Internet Platform. Government, Development Partners, and NGO entities were working together in each working group to produce and facilitate

remote learning content to reach a maximum number of students. These were important and necessary responses, though there are debates about the results of these efforts.

The government has taken many other initiatives to respond to the COVID-19 and education recovery. The government designed a project titled `Bangladesh COVID-19 School Sector Response, Tackling the Learning Challenges Posed by the Pandemic' supported by the World Bank Group with the involvement of the Local Education Group (LEG). The Directorate of Primary Education (DPE) under the Ministry of Primary and Mass Education (MoPME) is designated to implement the project in collaboration with the Secondary and Higher Education Division (SHED) of the Ministry of Education (MoE).

To what extent the above responses are under implementation, what implementation steps and measures have been taken, what progress has been made, what is foreseen in the near future and the medium-term for primary and secondary education, madrasa education at these levels, and technical-vocational education at the pre-tertiary level are not quite known, because all stakeholders have not been sufficiently involved that could have generated public discourse on the actions. The information is not fully available in an updated form on the official websites. The APSC 2021, for example, has been reported about in the media, but not officially published yet. It does provide valuable information at the beginning of the 2021 academic year as noted in this study. An update of it on the recent situation at the beginning of the academic year 2022 would be very useful. Similar information is needed for secondary level schooling and tertiary education.

The pandemic threat appears to have abated and we expect that it will not return at the scale of a pandemic. Schools have re-opened after two school years have been largely lost. As the findings point out, the nature, magnitude and impact of the loss have to be assessed, most importantly at the level of individual learners so that each one can be assisted to get back on the learning track, overcoming the losses each has suffered. It is

necessary to work out and design recovery and remedial program which is implementable and the outcome of which can be monitored and assessed. It is also necessary to strengthen the hands of all who can contribute to the recovery – especially, teachers, parents, local communities, schools and the concerned and active education NGOs.

This study and the related advocacy and awareness work of the Education Watch Community and CAMPE is a testimony to the constructive role and potential contribution of the civil society and NGOs to strengthening the hands of the government education authorities. Ultimately, the government is vested with the responsibility to achieve recovery from the loss and build back better.

2. Nature and magnitude of learning loss

The educational crisis induced by the Covid-19 pandemic refers to the loss of learning students have suffered directly because of the prolonged closure of schools and indirectly from the health, emotional, and economic impact of the pandemic on the students, and their families and their teachers. The assumption is that, when schools operate normally, students make progress in learning and with the closure of schools, that progress has been halted and students have fallen behind. It is also assumed that mitigating alternatives such as distance learning and direct contact with teachers have not significantly compensated for the loss for most students, especially in the resource-poor systems of education in developing countries.

It is widely recognised that the loss can have longer-term adverse effects on students unless effective recovery measures can be taken. Measuring the extent of loss depends on the existence of a system of learning assessment that may provide data for the status of students' skills and competencies at least in some defined core areas such as language and math and the number of progress students were expected to make during the period schools remained closed. The assessment system and the data are often not available in the poorer education systems.

The World Bank came up with the concept of "learning poverty," defined as the percentage of 10-year-old children who cannot read and understand a simple story in their first language. The premise is that this ability is a proxy measure of how the education system is performing and whether the system helps the child to become a self-reliant learner. In the low- and middle-income countries, the pre-pandemic learning poverty rate was 53 percent in 2019, according to the World Bank, calculated from available national data. For Bangladesh the rate was estimated to be 56 percent, that is, this proportion of 10-year-olds could not read without understanding a story in Bangla. This is roughly consistent with the results of the National Student Assessment carried out under the auspices of the Ministry of Primary and Mass Education (but, quite different from the high pass rates reported for the Primary Education Completion Examination).

World Bank, UNICEF and UNESCO estimate that the learning poverty rate may have reached 70 percent in the low- and middle-income countries, "given the long school closures and the ineffectiveness of remote learning to ensure full learning continuity during school closures." World Bank economists have come up with a calculation of the economic effects of the learning loss in the form of foregone earnings of the pandemic-affected students. "This generation of students now risks losing USD 17 trillion in lifetime earnings in present value. This projection far exceeds the USD 10 trillion estimates released earlier in 2020," when it was hoped that the pandemic would end or abate sooner, according to the World Bank.

The numbers cited for learning loss and economic loss fail to capture the suffering and trauma of personal and social losses, mental and emotional health effects, the struggle to overcome the adversities, and the short and long-term impact on life and educational performance of the students. The education responses to the pandemic, how these have been carried out and what can be surmised about how these measures have worked can further illuminate the depth of the problems and challenges

of the education system as much as the quantified estimates of learning and economic loss.

3. Attention to recovery and the remedial plan is essential to avert a generational risk

As schools re-open, it can be tempting to resume business as usual, on the assumption that once children are back in classrooms their learning will soon get back on track. This is likely to be a mistake. The consequences for today's generation of children and youth will be long-lasting if we do not act quickly. First, the process of school re-opening must be accelerated. Schools have to remain open to maintain required safety measures and adjust them to the evolving status of the pandemic.

As schools re-open and they begin to function fully, it is important to ask what will be done in school. As noted in the introduction, the critical question at this time is what happens when schools are fully open. What exactly has to be done in school – go back to the normal pre-Covid routine of giving lessons by the syllabus and follow the exam routine? Or attempt to assess where the students stand in respect of their learning level and readiness and what should be done to help them recover the losses through remedial action before 'normal' instruction can begin? In other words, should the focus now be on a time-bound learning recovery and remedial plan?

To prevent losses from becoming permanent—or, worse still, continuing to aggravate further even after schools re-open because students are not able to follow their lessons— it is necessary to focus on reversing those losses.

The need to make education systems more equitable, efficient and resilient has never been clearer than now. With a strong learning recovery program—one that benefits from practical measures that work and takes equity seriously. If policy-makers do not react quickly by providing additional and relevant support to address students' learning needs, especially those from marginalized groups, a 'generational crisis that UNESCO, UNICEF, World Bank and Nobel Laureate Abhijit Banerjee has warned

about could be upon us. This is preventable and must be prevented, with quick, smart and resolute actions involving all key stakeholders.

2. Recommendations

The following recommendation is proposed to minimize and mitigate the learning loss of students and put them back on the learning track:

1. **Strategies to open schools and keep them open:** Considering the educational, economic, social, and mental health costs of school closures and the inadequacy of remote learning strategies as substitutes for in-person learning, it is clear that closing schools should be the last resort. Evidence suggests that with strategies to minimize transmission in place, schools are not a driver of community transmission, nor are they a high-risk environment for staff. Evidence also proves that vaccination controls the transmission of infection, hospitalization and death rate due to COVID. It should be a government priority to fully implement and complete targets for the vaccination of teachers, staff, and students. Besides, a combined set of mitigating actions, such as using the availability of quality masks, and maintaining a proper hygiene protocol and ventilation, should be given priority.
2. **A Learning recovery plan and reconsideration of school calendar:** a recovery and remedial plan must be undertaken urgently. A two-year learning recovery plan beyond the current year should be developed and started to be implemented urgently -- as an educational emergency measure. The key elements of the learning recovery plan should include:
    - A grade-wise core skills assessment (Bangla and maths) at the primary level and (Bangla, English, Maths and Science at the secondary level);
    - Grouping students by three levels based on an assessment to bring them up to minimum grade-level competency in a year;

- Developing simple assessment tools to be used in each school as well as teaching guides and content for remedial lessons by groups.
- Supporting teachers and schools to carry out the assessment and remedial learning activities;
- Ensuring adequate support to help children learn. Interventions that support teachers with carefully structured and simple pedagogy tools can enhance cost-effectively foundational skills of literacy and numeracy. Their implementation has to be based on accountability, feedback, and monitoring.

As part of the learning recovery plan, the extension of the current school ear to next June and a permanent shift of the school calendar to a September-June cycle should be given serious consideration.

3. **Meeting learning needs by focusing on foundational skills:** It is critical to assess students' learning levels as schools re-open. Targeting instruction tailored to a child's learning level is cost-effective at helping students catch up, including grouping children by level to assist them. The focus has to be on foundational skills – Bangla and Maths at the primary level and Bangla, Maths, English and Science at the secondary level.
4. **Assisting students by ability groups:** It is critical to assess students' learning levels as schools re-open. Special recovery classes and adjusting lesson plans and assessments to prevent loss of the academic year are essential. Group-wise learning lag assessment and special lesson plans should be developed and delivered. Remedial lessons and materials should be available for teachers to help students make up for their losses.
5. **Deploying financial and other resources and expanding school feeding:** To bring students back from disadvantaged and low-income households and prevent early marriage and child labour, a program combining financial support and awareness-raising should be designed. Local government and

NGOs should be closely involved on it. This program will help ease the stress on families and allow vulnerable learners to continue learning (including remote learning), thus mitigating the risk of dropout. Expansion of the school feeding program should be an essential component of this effort.

6. **Urgent actions to introduce widely the blended learning approach:** Low-tech modalities such as interactive radio, SMS, interactive voice response, offline apps which run on simple phones, as well as adaptive technologies should be elements of a blended approach that combines and links classroom instruction and remote learning. After the exposure to distance learning during the long school closure, the country is now ready for a launch and expansion of a blended approach for all students and teachers. A major initiative is needed for connectivity, devices, 'hotspots' and servicing support to keep the technology functioning to cover all educational students and all students and teachers with a time-bound plan is necessary. Activities now underway can be integrated into this initiative.
7. **Financing for the recovery plan:** The new FY22/23 budget should provide for recovery and remedial plan implementation. Support should be available to government and non-government schools, based on local assessment of needs through local primary and secondary education working for groups at Upazila and union levels. Support should include teachers' incentives, school budget support, working with NGOs, especially on recruiting voluntary para-teachers. A reasonable formula should be devised to support non-government schools outside the MPO net, working with the local working groups.
8. **Going slow and putting on hold aspects of longer-term reform activities not connected with the learning recovery plan:** NCTB, NAPE, NAEM, the Directorates and Education Boards need to give full attention to the recovery and remedial plan. The other initiatives, including the curriculum reformation, might be on the back-burner if not designed and

implemented separately. It has to be recognised that the critical issue in curriculum reform is not just designing it well but its implementation in classrooms. Students, teachers, classes and schools must be prepared for the revised curriculum and its pedagogic approach through the learning recovery program. So, it should be implemented carefully and be inbuilt with the learning recovery plan in the pedagogic approach.

9. **Decentralized and participatory implementation of recovery and remedial plan:** Working groups should be formed in each Upazila and Union, as noted above, for primary and secondary education, involving education personnel, local government, education NGOs, and teachers' organizations to carry out the recovery and remedial plan.
10. **Partnership with NGOs and the civil society to forge a social compact for building education better:** As noted, various initiatives of the government are not known and understood by the public, or even by parents and teachers, which is essential for the initiatives to be successfully implemented. Civil society bodies, especially CAMPE as the citizen's platform on education, can contribute to awareness-raising, mobilizing public support and building a social compact for education. The policymakers need to recognize this need and support it and participate in it.

Contributors

Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad[1]

Chowdhury Mufad Ahmed[2,3]

Ghiasuddin Ahmed[2,4]

Jasim Uddin Ahmed[2]

Principal Quazi Faruque Ahmed[1]

Romij Ahmed[2]

Tahsinah Ahmed[2]

Prof. Dr. Kazi Saleh Ahmed[1]

Dr. Manzoor Ahmed[1,3,4]

Prof. Shafi Ahmed[1]

Dr. Mohammad Tariq Ahsan[2]

Mahmuda Akhter[2]

Shereen Akhter[2]

Prof. Syeda Tahmina Akhter[2]

Md. Murshid Aktar[2]

ABM Khorshed Alam[2]

Khandaker Jahurul Alam[2]

Dr. Mahmudul Alam[2]

Prof. Md. Shafiul Alam[2]

Mohammad Nure Alam[4]

Prof. S. M. Nurul Alam[1]

Kazi Rafiqul Alam[1]

Khondoker Shakhawat Ali[2]

Prof. Muhammad Ali[2]

Dr. Syed Saad Andaleeb[1]

Dr. Mohammad Niaz Asadullah[1]

Dr. M. Asaduzzaman[1]

Prof. Dr. Shafiul Azam[2]

Prof. Abdul Bayes[1]

Dr. Anwara Begum[2]

Prof. Hannana Begum[2]

Dr. Mosammath Fahamida Begum[2]

Philip Biswas[3]

Rasheda K. Choudhury[1,3,4,5]

Jibon K Chowdhury[2]

Dr. A. Mushtaque Raza Chowdhury[1,3,5]

Mahbub Elahi Chowdhury PhD[1]

Hari Pada Das[2]

Tapon Kumar Das[3]

Subrata S. Dhar[1]

Dr. Mohammed Farashuddin[1]

S A Hasan Al Farooque[2]

Md. Fashiullah[2]

Jyoti F. Gomes[1]

Shaymol Kanti Gosh[1]

Md. Ahsan Habib[2]

Dr. Md. Abdul Halim[2]

Md. Abdul Hamid[1]

Prof. M Nazmul Haq[2]

Shamse Ara Hasan[1]

Zaki Hasan[1]

K M Enamul Hoque[2,3]

Dr. M. Shamsul Hoque[2]

Iqbal Hossain[2,3]

Md. Altaf Hossain[2]

Md. Mofazzal Hossain[2]

Md. Amir Hossain[1]

Prof. Dr. Syed Shahadat Hossain[1,3,4]

Md. Alamgir Hossen[2]

Dr. M. Anwarul Huque[1]

Dr. Muhammad Ibrahim[1]
Prof. Md. Riazul Islam[2]
Dr. Mohammad Mainul Islam[2]
Prof. Nazrul Islam[2]
Dr. Safiqul Islam[2,3]
Roushan Jahan[1]
Humayun Kabir[1]
Jasim Uddin Kabir[2]
Dr. Ahmed-AI-Kabir[1]
Md. Humayun Kabir[2]
Nurul Islam Khan[2]
A.H. M Noman Khan[3]
Dr. Safi Rahman Khan[2]
Prof. Mahfuza Khanam[1]
Dr. Fahmida Khatun[1]
Prof. Dr. Barkat-e-Khuda[1]
Hans Lambrecht PhD[3]
Talat Mahmud[2]
Onno Van Manen[2]
Erum Mariam[2]
Dr. Imran Matin[2]
Dr. Ahmadullah Mia[2]
Mohammad Mohsin[2,3]
Md. Mohsin[1]
Nor Shirin Mokhtar PhD[3]
Prof. Dr. Shikder Monwar Morshed[1]
Dr. Md. Golum Mostafa[2]
Dr. Mustafa K. Mujeri[1]
Dr. K A S Murshid[1]
Prof. Dr. A.K. M. Nurun Nabi[1]
Samir Ranjan Nath[2]

Br. Leo James Pereira CSC[2]

Md. Quamruzzaman[2]

Abdur Rafique[2]

Dr. Mostafizur Rahaman[2,4]

Dr. M Ehsanur Rahman[2,3]

Md. Habibur Rahman[2]

Prof. Dr. Siddiqur Rahman[2]

Jowshan Ara Rahman[1]

Kazi Fazlur Rahman[1]

Prof. Mustafizur Rahman[1]

A. N. Rasheda[1]

Nadia Rashid[3]

Bazle Mustafa Razee[3]

Taleya Rehman[1]

Goutam Roy[2]

Dr. Zia-Us-Sabur[2]

Afzal Hossain Sarwar[2]

Dr. Binayak Sen[1]

Prof. Rehman Sobhan[1]

Dr. Nitai Chandra Sutradhar[1]

Musharraf Hossain Tansen[2]

Mohammad Muntasim Tanvir[2]

Sheldon Yett[1]

Kazi Raihan Zamil[2]

---

1. Advisory Board Member
2. Working Group Member
3. Technical Team Member
4. Study Team Member
5. Review Team Member